রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৮, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ জানুয়ারী ২০০৪

এস, আর, ও, নং-১০-আইন/০৪ শ্রকম/শা-৯/সি-৮/২০০৩—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ordinance No. XXIII of 1969) section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর
১।	অভিযোগ মামলা	১১/৯৯
২।	অভিযোগ মামলা	৯/২০০০
৩।	অভিযোগ মামলা	১০৮/২০০৩
৪।	অভিযোগ মামলা	২/২০০১
৫।	অভিযোগ মামলা	৬০/২০০১
৬।	অভিযোগ মামলা	১৭/২০০২
৭।	অভিযোগ মামলা	১২/২০০৩
৮।	অভিযোগ মামলা	১৫/২০০৩
৯।	অভিযোগ মামলা	১৬/২০০৩
১০।	অভিযোগ মামলা	১৭/২০০৩
১১।	আই, আর, ও-	১/২০০১

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আবদুল কুদ্দুস
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়
শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-১১/৯৯।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম,
২। জনাব সর্দার মোতাহার উদ্দিন

মোঃ সালাম উদ্দিন, পিতা মৃত ধলা মিয়া শেখ, সাং-কুমড়ী, পোঃ-কুমড়ী, থানা-লোহাগড়া, জেলা-নড়াইল—বাদী।

বনাম

যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, পক্ষে-উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাজঘাট, নওয়াপাড়া, যশোর—প্রতিপক্ষ।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব নুরুল হাসান রুবা।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-৮-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ০১-০৯-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারামতে একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে বাদীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২১-১২-৯৮ তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে প্রিপেয়ারিং বিভাগে ড্রইং ফিডার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং নিয়োগ অবধি সততা ও নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব প্রতিপালন করতে থাকেন। বাদীর অতীত চাকুরী রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। প্রতিপক্ষ মিলের একমাত্র সি, বি, এ ট্রেড ইউনিয়ন যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া নিয়ে দাবী আদায়ের সমর্থনে জোরালো ভাষায় বক্তব্য রাখতেন এবং শ্রমিকদের মিছিল পরিচালনা করতেন। ফলে প্রতিপক্ষের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ বাদীর উপর ক্ষুব্দ ও আক্রোশ পোষণ করতে থাকেন এবং তাকে ক্ষতি করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ইং ২৪-১১-৯৭ তারিখের নির্বাচনে ২টি প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বিতা করে। বাদী জয়নাল- আহসান প্যানেলের একজন জোরালো সমর্থক এবং নির্বাচনী প্রচার কর্মী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ঐ নির্বাচনে অন্য প্যানেলটি অর্থাৎ "মহিউদ্দিন-চুন্নু" প্যানেলটি জয়লাভ করে। যে কারণে নির্বাচিত সিবিএ বিভিন্নভাবে বিরোধী নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচার শুরু

করেন এবং অনেককেই চাকুরীচ্যুত করা হয়। বাদীও সে অত্যাচার হতে রেহাই পাননি। বাদী ১০-১০-৯৮ হতে ২২-১০-৯৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৩ দিন বাৎসরিক ছুটি গ্রহণে গ্রামের বাড়ীতে যান। ছুটি শেষে বাদী জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ডাক্তার কবিরাজদের পরামর্শে বাদী তার গ্রামের বাড়ীতে পূর্ণ বিশ্রামে থাকেন। বাদী তার অসুস্থতার কথা জানিয়ে প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিঃ ডাকযোগে ২৫-১০-৯৮ ও ৫-১১-৯৮ তারিখে ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করে ছুটির আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ঐ সকল পত্রের কোন জবাব দেননি। বাদী ২-১২-৯৮ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট আরও একটি ছুটির দরখাস্ত ডাক্তারী সনদ পত্রসহ প্রেরণ করেন। বাদী ঐ সকল পত্রের কোন জবাব না পাওয়ায় ধরিয়া নেন যে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। বাদী ১৯-১২-৯৮ তারিখে ডাক্তারের নিকট থেকে সুস্থতার সনদ পত্র নিয়ে ২০-১২-৯৮ তারিখে মিলে যেয়ে কাজে যোগানের আবেদন করেন। কিন্তু তাকে কাজে যোগদান না দিয়ে তার বিরুদ্ধে একখানা অভিযোগ পত্র ইস্যু করা হয়। কিন্তু বাদী উক্ত অভিযোগ পত্রের কপি না পাওয়ায় কোন জবাব দিতে পারেননি। বাদী কাজে যোগদান করতে না পেরে বাড়ী চলে যান এবং ২৩-১২-৯৮ তারিখে একখানা তদন্তের নোটিশ প্রাপ্ত হন। বাদীকে ২৭-১২-৯৮ তারিখে তদন্তে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং বাদী যথা সময়ে তদন্তে হাজির হন। কিন্তু তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। তার মানিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। তদন্তে বাদীকে কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। বাদী একজন অশিক্ষিত লোক। বাদীকে মিথ্যা আশ্বাস ও ভয় ভীতি প্রদর্শন করে কিছু লিখিত ও অলিখিত কাগজে টিপ সহি নেওয়া হয়। ঐ সকল কাগজে কি লেখা আছে তা বাদীকে পড়ে শুনানো হয়নি। বাদীকে তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। তদন্তে ন্যায় বিচারের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় নাই। অবশেষে ৫-১-৯৯ তারিখে পত্রাদেশে বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় যা সম্পূর্ণ বে-আইনী, অন্যায়, অবৈধ বলে দাবী করেছেন। সিবিএ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রতিপক্ষ বাদীকে অন্যায়ভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর বাদী ২৬-১-৯৯ তারিখে রেজিষ্ট্রি (এ/ডি) যোগে প্রতিপক্ষের বরাবরে একখানা গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। ইং ১৪-২-৯৯ তারিখে বাদীকে ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হওয়ার নির্দেশে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন এবং তার অসুস্থতার কথা এবং অভিযোগ পত্র না পাওয়ার বিষয় কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। বাদী তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ পাননি মর্মেও অভিযোগ করেন কিন্তু বাদীর বরখাস্ত আদেশ বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। যে কারনে বাদী বাধ্য হয়ে বরখাস্ত আদেশ রদ ও রহিতক্রমে চাকুরীতে বকেয়া মজুরীসহ পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, বাদী চাকুরীতে যোগদানের পর থেকে অভ্যাসগতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকেন। তাকে বহুবার সতর্ক পত্র দেয়া হয় কিন্তু তার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি বরং মেডিকেল সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে ছুটি নেওয়া বাদীর অভ্যাসে পরিনত হয়। যে কারনে তাকে বিভিন্ন সময়ে কারণ দর্শানো নোটিশসহ সতর্ক পত্র দিয়ে কাজে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখে বাদীকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ৬-১১-৯৫ তারিখ অনুপস্থিতির জন্য বাদীর চাকুরী 'লস অব লিয়েন' করার নোট শীট অনুমোদিত হয় কিন্তু ক্ষমা চেয়ে দরখাস্ত দেয়ায় তাকে ২৫-১১-৯৫ তারিখে কাজে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়। লিখিত জবাবে অনুরূপভাবে অননুমোদিত অনুপস্থিতির বহু ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৪-১১-৯৮ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে বাদী কাজে অনুপস্থিত থাকেন যার জন্য ২২-১১-৯৮ তারিখ তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু তিনি

তার কোন জবাব দেন নাই এবং বাদীর জবাব না পাওয়ায় বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্তে বাদী দোষী সাব্যস্ত হয় এবং ৫-১-৯৯ তারিখে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর চাকুরী বরখাস্তের আদেশ ন্যায়ত ও সঠিক বলে প্রতিপক্ষ দাবী করেছেন এবং মিথ্যা উক্তিতে আনিত এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। বাদী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ছিলেন কি না।

২। বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অভিযোগ কি।

৩। বাদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ খন্ডনের জন্য বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে কি না।

৪। তদন্ত কমিটির সম্মুখে বাদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগে বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করার মত কোন উপাদান ছিল কি না।

৫। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজ পত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবল মাত্র স্ব-স্ব মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সম্মুখে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের বিবরণ

১। ছুটির অনুমতি পত্র তারিখ ২৬-৯-৯২,

২। পোষ্টাল রশিদ তারিখ ২৫-১০-৯২,

৩। পোষ্টাল রশিদ তারিখ ৫-১১-৯৮,

৪। ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন তারিখ ১৪-১১-৯৮,

৫। ডাক্তারী সনদ পত্র তারিখ ১৯-১২-৯৮,

৬। কাজে যোগদানের জন্য আবেদন পত্র তারিখ-

৭। তদন্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৭-১২-৯৮,

৮। বরখাস্ত পত্র তারিখ ৫-১-৯৯,

৯। গ্রিভেন্স পিটিশন তারিখ ২৬-১-৯৯,

১০। পোষ্টাল রশিদ তারিখ ২৬-১-৯৯,

১১। প্রাপ্তি স্বীকার পত্র তারিখ ২৬-১-৯৯,

১২। ব্যক্তিগত শুনানীর চিঠি তারিখ ৩-২-৯৯,

১৩। ব্যক্তিগত শুনানীর পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তারিখ ২৮-২-৯৯।

প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের বিবরণ

১। অফিস রিপোর্ট তারিখ ৩১-১-৯০,

২। কৈফিয়ৎ তলব পত্র তারিখ ১১-২-৯০,

৩। সতর্ক পত্র নং ৩৬ তারিখ ২৬-২-৯০,

৪। সাময়িক কর্মচ্যুতি পত্রসহ অভিযোগ পত্র নং ৬১/৯০ তারিখ ১১-৯-৯০,

৫। সাময়িক কর্মচ্যুতি পত্র নং ১৬৮ তারিখ ১৯-৯-৯০,

৬। কৈফিয়ৎ তলব পত্র নং ৩১৭৬ তারিখ ২৩-৭-৯৪,

৭। সতর্ক পত্র নং ৫০ঃ৬৩ তারিখ ২৮-৭-৯৪,

৮। কৈফিয়ৎ তলব পত্র নং ৫০ ঃ ৬৩ (১) তারিখ ৩০-১০-৯৫,

৯। নোট শীট বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত, তারিখ ৬-১১-৯৫,

১০। বাদীকে প্রদত্ত নোটিশ নং ৫৫১৬ তারিখ ১২-১১-৯৫,

১১। কৈফিয়ত তলব পত্র নং ২৯০ তারিখ ১৬-১১-৯৫,

১২। বাদীকে প্রদত্ত সতর্ক পত্র নং ৫০ ঃ ৬৩ তারিখ ২২-১১-৯৫,

১৩। বাদীর প্রদত্ত কৈফিয়ত তলব পত্রের উত্তর তারিখ ১৭-৬-৯৬,

১৪। কৈফিয়ত তলব পত্র নং ১৯৪২ তারিখ ১৬-৬-৯৬ইং,

১৫। সতর্ক পত্র নং ৫০ ঃ ৬৩ তারিখ ১৮-৬-৯৬,

১৬। তদন্ত প্রতিবেদন তারিখ ২৭-১০-৯৬,

১৭। বাদীর জবানবন্দি তারিখ ৭-৮-৯৬,

১৮। বাদীকে প্রদত্ত নোটিশ নং ৫০ ঃ ৬৩ তারিখ ১৫-২-৯৮,

১৯। কৈফিয়ত তলব পত্র নং ৯৮৯ তারিখ ১৭-৯-৯৮ইং,

২০। কৈফিয়ত তলব পত্র নং ১৮২১ তারিখ ২২-১১-৯৮,

২১। তাগিদ পত্র নং ১৮৮৭ তারিখ ২-১২-৯৮,

২২। ডাক বিভাগের নাম রেজিঃ নং ১৬৫৪ তারিখ ৩-১২-৯৮,

২৩। তদন্ত বিজ্ঞপ্তি নং ২০৫৩ তারিখ ১৭-১২-৯৮,

২৪। তদন্ত প্রসিডিংস তারিখ ২৭-১২-৯৮ ইং,

২৫। বাদীর প্রদত্ত গ্রিভেন্স পিটিশন তারিখ ১-২-৯৯ ইং,

২৬। পোষ্টাল খাম বরাবর ১ নং বিবাদী তারিখ ২৬-১-৯৯,

২৭। তদন্ত প্রতিবেদন তারিখ ২-১-৯৯ ইং ও

২৮। বাদীর চাকুরী বরখাস্ত পত্র।

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ **বাদী প্রতিপক্ষের অধীনে শ্রমিক ছিলেন কি না।**

বাদী লিখিত আরজিতে প্রতিপক্ষের অধীনে প্রিপেয়ারিং বিভাগে ড্রইং ফিডার পদে ২১-১২-৮৯ তারিখে নিয়োগ লাভের কথা দাবী করেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাঁদের লিখিত জবাবে বাদীকে ২১-৯-৮১ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ২১-১২-৮১ ইং তারিখে তাকে চাকুরীতে স্থায়ী করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন পক্ষই বাদীর নিয়োগ পত্র দাখিল করেননি। কেবল মাত্র বাদীর চাকুরী বরখাস্তের আদেশ যা বাদী পক্ষে প্রদর্শনী-৯ এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রদর্শনী 'শ' রুপে চিহ্নিত হয়েছে। ইহাতে বাদীর নিয়োগের তারিখ ২১-১২-৮১ উল্লেখ করে মোট বাদীর চাকুরীকাল ১৭ বৎসর ১৪ দিন বলা হয়েছে। কাজেই বাদী তার আর্জিতে সঠিক নিয়োগের তারিখ উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কম চাকুরীকাল দর্শালে বাদী গ্র্যাচুইটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তবে প্রতিপক্ষ সে দিকে লক্ষ্য না করে বাদীর সঠিক নিয়োগের তারিখটি অবশ্য লিখিত জবাবের মধ্যেও লিপিবদ্ধ করেছেন। যা হোক, বাদী যে প্রতিপক্ষ মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন তা প্রতিপক্ষ কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে বিধায় ১ নং বিচার্য বিষয়টি 'হ্যাঁ' বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয়ঃ **বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অভিযোগ কি ছিল।**

প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী 'প' হতে দেখা যায় যে, ২২-১১-৯৮ ইং তারিখের সূত্র নং ৫০ঃ৬৩ঃ১৮২১ নং পত্র দ্বারা বাদীর বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, তিনি ১৪-১১-৯৮ তারিখ থেকে বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত আছেন এবং এ কৈফিয়ত পত্র পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে বাদীকে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেয়া হলেও বাদী এ কোন জবাব না দেয়ায় প্রতিপক্ষ পুনরায় ২-১২-৯৮ তারিখে একটি তাগিদ পত্র নং ৫০ঃ৬৩ঃ১৮৮৭ যা প্রদর্শনী-'ফ' রুপে চিহ্নিত হয়েছে তা দ্বারা পুনরায় মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে মিলে উপস্থিত হয়ে অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যথায় এ ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উল্লেখ করা হয়।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ **বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনের জন্য বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে কি না।**

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আদালতে তাঁর যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, বাদী ১০-১০-৯৮ তারিখ থেকে ২২-১০-৯৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৩ দিনের অনুমোদিত ছুটিতে যান যা প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু ছুটিতে গমনের পর বাদী দেশের বাড়ীতে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হন এবং ২৫-১০-৯৮ তারিখে ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ছুটি বর্ধিত করার আবেদন পত্র মিল কর্তৃপক্ষের

নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ এর কোন জবাব না দেয়ায় বাদী পুনরায় ২-১২-৯৮ তারিখে ডাক্তারী সনদ পত্রসহ আরও একখানি ছুটির দরখাস্ত মিল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষ পোষ্টাল রশিদ যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-২, ৩ ও ৪ রুপে চিহ্নিত হয়েছে তা আদালতে দাখিল করেছেন।

এ প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি তাঁর যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, বাদী ১৪-১১-৯৮ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকেন এবং ২২-১১-৯৮ ইং তারিখে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয় কিন্তু বাদী কোন জবাব না দেয়ায় পুনরায় ২-১২-৯৮ তারিখে জবাব প্রদানের জন্য ১ টি তাগিদ পত্র প্রদান করা হয় যা যথাক্রমে প্রদর্শনী 'প' ও প্রদর্শনী-'ফ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বাদী সর্বশেষ ৫-১১-৯৮ তারিখে ছুটি বর্ধিত করার আবেদন করেছেন মর্মে দাবী করলেও তা প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হননি মর্মে উল্লেখ করে বলেন যে যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে, বাদী ২৫-১০-৯৮ তারিখ ছুটির দরখাস্ত দেয়ার পর পুনরায় ৫-১১-৯৮ তারিখে দ্বিতীয় ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন। তা হলে বাদীর চাকুরী এ ক্ষেত্রে ১০ (দশ) দিনের বেশী বিনা সংবাদে কাজে অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় যা বাদীর চাকুরী 'লস অব লিয়েন' হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রতিপক্ষ তা না করে বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার জন্য তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয় কিন্তু তার জবাব না দেয়ায় পুনরায় তাগিদ পত্র দেয়া হয় কিন্তু বাদী তার প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি। যে কারণে প্রতিপক্ষ বাধ্য হয়ে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার জন্য একটি দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং বাদীকে উক্ত তদন্ত কমিটির সম্মুখে ২৭-১২-৯৮ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকার সময় উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। উক্ত তদন্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রদর্শনী-'ঙ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রদর্শনী 'ঙ' তে বাদীকে তার সাক্ষী সাবুদদেরকে যথাক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরা করার পূর্ণ সুযোগসহ অভিযোগ খন্ডনের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত তদন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনী-'ঙ' তে আরও উল্লেখ করা হয় যে, কোন কারণে বাদীর যদি উক্ত তদন্তে উপস্থিত হতে কোন অপারগতা থাকে তার উপযুক্ত কারণ ২৪ ঘন্টার মধ্যে দর্শিয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাদী কোন অপারগতা জানান নি। তিনি যথা সময়ে ২৭-১২-৯৮ তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন এবং তদন্ত কমিটির সামনে তার জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বাদী তদন্ত কমিটির সামনে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৪-১১-৯৮ তারিখ হতে তিনি কাজে অনুপস্থিত ছিলেন কারণ বাদী অসুস্থ ছিলেন। তদন্ত কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ২-১২-৯৮ তারিখের রেজিষ্ট্রি চিঠি তিনি গ্রহণ করেন নি, কেননা তিনি মেডিকেল পাঠিয়েছেন এবং তিনি ১৯-১২-৯৮ তারিখে প্রথমে মিলে কাজে যোগদান করতে আসেন। বাদী চাকুরী জীবনে বহুদিন কেন অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে বাদী বলেন যে, তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করতেন বলে কাজে অনুপস্থিত থেকেছেন। বাদী ১৯৯৩, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে যথাক্রমম ২২৪ দিন, ১৮২ ও ১৬৯ দিন কেন কাজে অনুপস্থিত ছিলেন এ প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন যে, চাকুরী তার ভাল লাগতো না সেজন্য তিনি কাজে অনুপস্থিত থেকেছেন। আরেক প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন যে, তিনি প্রতি বছর ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়া তদন্তে লাইন সর্দার আলতাপ হোসেন জবানবন্দি প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেন যে, বাদী সালাম উদ্দিন ছুটিতে যেয়ে সময়মত ফিরে আসেন না এবং সঠিক সময়ে কাজে যোগদান করেন না। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বাদী এ সাক্ষীর জবানবন্দিতে তার টিপ সহি প্রদান করে তার সামনে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে এর প্রমাণ রেখেছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বলেন যে, তদন্ত কমিটি তাঁদের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে বাদীকে শেষ বারের মত লিখিতভাবে অনুপস্থিতির কারণ দর্শাতে বলা হলে বাদী উক্ত রেজিষ্ট্রি চিঠি গ্রহণ করেন নি।

কর্তৃপক্ষের প্রেরিত চিঠি বাদী গ্রহণ না করে যে আচরণ করেছেন তা অসদাচরণের সামিল বলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন। তিনি আরও বলেন যে, তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত পরিচালনা করেছেন এবং তদন্তে বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষীদের জবানবন্দিতে বাদী টিপ সহি প্রদান করে তদন্তে তার উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। তদন্তের পূর্বে মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে সঠিক সময়ে যথাযথভাবে তদন্তের বিজ্ঞপ্তি বাদীর উপর জারী করেছেন। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অবহিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ বাদী পেয়েছেন এবং তদন্তের পরে বাদীকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগও প্রদান করা হয়েছে। কাজেই বাদীকে মিল কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করেছেন বলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাদী মিল কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেছেন দাবী করে যে পোষ্টাল রশিদ দাখিল করেছেন তা সঠিক নহে। বাদীর উচিত ছিল উক্ত পোষ্টাল রশিদগুলি উপযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা, কিন্তু বাদী পক্ষ তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে বাদী মিল কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটি বর্ধিত করার কোন আবেদন করেন নি। তিনি বরাবরই ছুটিতে যেয়ে যথা সময়ে কাজে যোগদান করেন না। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাস যা তার অতীত সার্ভিস রেকর্ড পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে। কাজেই বাদীর ছুটির দরখাস্ত প্রেরণের কথা মিথ্যা বরং তিনি মিল কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র গ্রহণ না করে কর্তৃপক্ষের সাথে ঔদত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত বক্তব্য ও যুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীকে চাকুরী বরখাস্তের পূর্বে মিল কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, কিন্তু বাদী তার জবাব প্রদান করেন নি। অতঃপর মিল কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বাদীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি জারী করেছেন এবং বাদী তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার জবানবন্দি প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দিতে তিনি টিপ সহি সম্পাদন করেছেন এবং তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার পর মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে ব্যক্তিগত শুনানীতে ডেকেছেন। কিন্তু বাদীর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রতিপক্ষ তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছেন। কাজেই বাদীকে অভিযোগ খন্ডনের সুযোগ প্রদান করা হয়নি তা আদালতের নিকট মনে হয় না। কাজেই ৩ নং বিচার্য বিষয়টি 'হ্যা' বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

৪ নং বিচার্য বিষয় ঃ **তদন্ত কমিটির সামনে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করার মত কোন উপাদান ছিল কিনা।**

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, তদন্ত কমিটির সামনে বাদী স্বীকার করেছেন যে, তিনি ১৪-১১-৯৮ তারিখ থেকে কাজে অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালেও ২২৪, ১৮২ ও ১৬৯ দিন কাজে অনুপস্থিত ছিলেন এবং চাকুরী তার ভাল লাগতো না, সে কারণে তিনি কাজে অনুপস্থিত থাকতেন। তার ঐ আচরণের জন্য তদন্ত কমিটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ করবেন না বলে জানান। বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বলেন যে, বাদী অভ্যাসগতভাবে বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থেকেছেন এবং মিল কর্তৃপক্ষ বার বার তাকে এ বিষয়ে কৈফিয়ত তলবসহ বহু সতর্ক পত্র প্রদান করেন কিন্ত তার এ স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ প্রসংগে তিনি প্রদর্শনী-ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প ও ফ এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সকল প্রদর্শনীতে বাদীকে বিনা অনুমতিতে এবং অননুমোদিতভাবে মিলের কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য কৈফিয়ত তলব, সাময়িক কর্মচ্যুত এবং তার

আচরণ সংশোধনের জন্য সতর্ক পত্র প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বার বারই মিল কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তার আচরণ সংশোধনের অংগীকার করেছেন। কিন্তু তার এহেন কাজে বিনা অনুমতিতে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস পরিবর্তন করেন নি। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে পাট কলগুলিতে শ্রমিকদের কাজে অমনোযোগীতা এবং নানাবিধ বিশৃংখলার কারণে লোকসানের মাত্রা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পেয়েছে মিলগুলি চালু রাখাই সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই এ সকল দায়িত্বহীন, কাজে অমনোযোগী এবং চাকুরীর প্রতি অনীহা প্রবল শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল করার আদেশ দিলে মিলটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তদন্ত কমিটি এ সকল বিষয় পুংখানুপুংখরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার পর মিল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি আগাগোড়া পর্যালোচনা করে বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। কাজেই বাদীর বরখাস্ত আদেশ বহাল রাখার জন্য আদালতের নিকট বিজ্ঞ আইনজীবি প্রার্থনা জানান। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, ভবিষ্যতে বাদী আর অননুমোদিতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকবেন না। কাজে অনুপস্থিতির সময় কাল মিল কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবারও ক্ষমা করলে বাদী তার কাজে সঠিকভাবে মনোনিবেশ করে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আদালতকে জানান।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত যুক্তি এবং উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিনা অনুমতিতে অননুমোদিত ভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকা বাদীর দীর্ঘদিনের অভ্যাস এবং এ বিষয়ে মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে তার চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু বাদী কর্তৃপক্ষের এ সুযোগকে বার বার অবজ্ঞা করে বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস বহাল রেখে পুর্বাপর কাজে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থেকেছেন। এরূপ চরিত্রের একজন শ্রমিক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বোঝা স্বরূপ এবং এ বাদীকে আনিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার মত উপাদান তদন্ত কমিটির সম্মুখে বিদ্যমান ছিল বলে আদালত মনে করেন বিধায় ৪নং বিচার্য বিষয়টি 'হ্যাঁ' বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

৫নং বিচার্য বিষয় ঃ- বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

১নং বিচার্য বিষয়টি 'হ্যাঁ' বোধক অর্থাৎ বাদীর অনুকূলে সাব্যস্ত হলেও ৩ ও ৪ নং বিচার্য বিষয় দু'টিও 'হ্যাঁ' বোধক হিসাবে নির্ধারিত হওয়ায় তা বাদীর প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বিধায় এ মোকদ্দমায় বাদী কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী নহেন বলে আদালত মনে করেন। এ কারণে ৫নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর প্রতিকূলে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে কোন খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-১/২০০০।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন।
২। জনাব হাফিজুর রহমান ভূইয়া।

কাজী সাইদুল ইসলাম (বাদশা),
পিতা মৃত আলহাজ্ব কাজী আঃ সালাম,
সাং দামুড়হুদা, পোঃ ও থানা দামুড়হুদা,
জেলা চুয়াডাংগা—বাদী।

বনাম

কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ,
পক্ষে-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
দর্শনা, চুয়াডাংগা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-বাদীপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি।

২। জনাব এস, এম, সাজ্জাদ হোসেন (বাপ্পি)-প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি।

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-৫-২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ৩১-৫-২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে বাদীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১৯-২-১৯৮৮ তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে সুপার ইউনিটের হিসাব শাখায় জুনিয়র করনিক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এছাড়াও প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে (১) ডিষ্টিলারী ইউনিট, (২) ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিট, (৩) কমার্শিয়াল ফার্ম ও (৪) পরীক্ষামূলক ফার্ম ইউনিট নামে এই চারটি ইউনিট আছে। ২৭-২-৯৩ তারিখে বাদী জ্যেষ্ঠ করনিক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ মিলের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতে থাকেন। প্রতিপক্ষের

অধীনে কর্মরত থাকাকালে বাদীকে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন, বাৎসরিক বাজেট বই তৈরী, ঋণ সংক্রান্ত ফাইল সংরক্ষণ, ব্যাংক নির্দেশনা ফাইল অপারেট, আভ্যন্তরীণ দেনা সংক্রান্ত সিডিউল তৈরী ও হেড অফিস ইনফরমেশন মেইনটেইন ইত্যাদি কাজ করতেন। ডিষ্টিলারী ইউনিটের উৎপাদিত ডিনেচার্ড স্পিট উক্ত ইউনিটের বিক্রয় শাখার মাধ্যমে ঢাকাসহ সকল বিক্রয় কেন্দ্র হতে বিক্রয় করা হতো। ঢাকা বিক্রয় কেন্দ্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১ জন ডিপো-ইনচার্জ ছিলেন। তিনি ঢাকা বিক্রয় শাখার বিক্রয় প্রতিবেদনে হেড অফিসে প্রেরণ করলে বিভিন্ন হাত ঘুরে বাদীর কাছে গেলে তিনি ষ্টেটমেন্ট, টাকা প্রাপ্তির রশিদ ও বিল মিলিয়ে দেখে পার্ট ওয়ারী লেজার ডেবিট/ক্রেডিট পোষ্টিং দিয়ে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন রিপোর্ট তৈরী করে একাউন্টস অফিসার (অর্থ)-কে দিতেন। ঢাকা বিক্রয় অফিস উক্ত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও জুলাই/৯৬ হতে অক্টোবর/৯৬ মাসের প্রতিবেদন সময় মত প্রেরণ করেন না। প্রতিবেদন আসার পর বাদী জুলাই/৯৬ মাসের ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন তৈরী করার সময় দেখেন জুলাই/৯৭ মাসের ডি, ডি, ৩০শে জুন/৯৬ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয় অর্থ ব্যবস্থাপক ২-৯-৯৭ তারিখে ঢাকা বিক্রয় অফিসের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চান। ঢাকা অফিস কোন ব্যাখ্যা না দেওয়ায় এক দপ্তর আদেশ দ্বারা ঢাকা বিক্রয় অফিসের কাগজ পত্র পরীক্ষার জন্য বাদীসহ একজন কর্মকর্তাকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। ঢাকা অফিসের কাগজ পত্র পরীক্ষান্তে দেখতে পান ৯৬—৯৭ অর্থ বছরের আনুমানিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার মালামাল বাৎসরিক প্রতিবেদনে উল্লেখ নাই। এ ঘটনা তদন্তের প্রথমে ৩ সদস্য বিশিষ্ট এবং পরবর্তীতে ২৬-১০-৯৭ তারিখে ২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বাদীকে তদন্তে হাজির হতে নির্দেশ দিলে বাদী হাজির হন এবং ২০-২-৯৮ তারিখে বাদীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং উক্ত অভিযোগের জবাব দাখিল করলে পুনরায় ৩-৪-৯৯ তারিখে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করলে বাদী অভিযোগ অস্বীকারে জবাব দাখিল করেন। পুনরায় প্রতিপক্ষ বাদীকে তদন্তে ডাকেন এবং অভিযোগের বিষয় তদন্ত করেন এবং তদন্ত উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতিপক্ষ ইংরেজী ১২-১২-৯৯ তারিখের পত্র দ্বারা বাদীকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করেন। বাদী ১৪-১২-৯৯ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করলে উহার কোন জবাব না দেওয়ায় তিনি এ মামলা দাখিল করে প্রতিপক্ষের ১২-১২-৯৯ তারিখের উক্ত পত্র নং কেরু/সংস্থাপন/ব্যক্তিগত নথি/২৭৮৯ বেআইনী বিধায় বাতিল করার প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা দর্শনায় অবস্থিত। এ কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য ঢাকা বিক্রয় অফিসের মাধ্যমে সারা দেশে বিক্রয় করা হয়। ঢাকাস্থ বিক্রয় অফিস্ দৈনিক মজুদ বিবরণী, মাসিক প্রাপ্তি, বিক্রয় ও মজুদ বিবরণীসহ সেলস প্রসিড প্রতিবেদন দর্শনাস্থ হেড অফিসে প্রেরণ করলে প্রাথমিক ভাবে বিক্রয় শাখায় প্রেরিত ও নথিভুক্ত হয়। বিক্রয় শাখা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গ্রহণ করে হিসাব বিভাগে প্রেরণ করে এবং হিসাব বিভাগ উক্ত রেডর্ক পত্র রিকনসাইন করে রিপোর্ট প্রদান করে। ঢাকা বিক্রয় কেন্দ্রের ১৯৯৬—৯৭ অর্থ বছরের হিসাবে ক্রটি কর্তৃপক্ষের গোচরে আসায় ২২-১০-৯৭ তারিখে দপ্তরাদেশের মাধ্যমে বিষয়টি তদন্ত করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি এবং অনুরূপ ভাবে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

১৫-১০-৯৭ তারিখে পৃথক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। উভয় কমিটির ১১-১১-৯৭ তারিখের রিপোর্ট অনুযায়ী ১১,৫৮৭.৮৩ লিটার ভিনেচার্ড স্প্রিট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং ঢাকা বিক্রয় অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ দর্শনাস্থ বিক্রয় ও হিসাব শাখার কতিপয় কর্মচারী পরস্পর যোগসাজসে উক্ত ভিনেচার্ড বিক্রিত টাকা আত্মসাৎ করেছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে মোট ৭ জন কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং উক্ত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য ২৮-৫-৯৮ তারিখে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দেখতে পান যে বাদী উক্ত আত্মসাতের সাথে জড়িত এবং বাদীকে সমন প্রদান করেন। বাদী জুন/৯৬ মাসের ব্যাংক রিকনসিলিয়েন স্টেমেন্ট করার সময় যে সকল পে-ইন স্লিপে ফ্লুইড লাগানো, ওভার রাইটিং করে জমা তারিখ লেখা অনিয়মগুলির বিষয় যাচাই না করে জুন মাসের টাকা জুলাই মাসে ব্যাংকে ক্রেডিট দেখানো হয়েছে মর্মে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন প্রস্তুত করেছেন। ঐ সকল অনিয়মগুলি বাদী যদি সাথে সাথে ব্যবস্থাপককে জানাতেন তা-হলে ঢাকা অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা উক্ত আত্মসাতের সুযোগ পেত না। বাদীর ইচ্ছাকৃত গাফিলতির কারণে বিষয়টি পূর্বে কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে নাই এবং এই ইচ্ছাকৃত গাফিলতি আত্মসাতের সাথে যোগসাজসী হিসাবে প্রমাণ করেন। তদন্ত কমিটি বাদীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের সুপারিশ করলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ২২-৬-৯৯ তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করে বাদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের তদন্ত করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ইং ২৮-১১-৯৯ তারিখে সূত্র এস.এস, তদন্ত/কেরু-১৩/১৪/৯৮/১২২ নং পত্র দ্বারা প্রতিপক্ষকে বাদীর বিরুদ্ধে ১,০০,০০০ টাকার অর্থ দন্ড প্রদানের নির্দেশ প্রদান করলে প্রতিপক্ষ ইং ১২-১২-৯৯ তারিখে সূত্র নং কেরু/সংস্থাপন/ ব্যক্তিগত নথি/২৭৮৯ নং দন্ডাদেশ পত্র জারী করেন। বাদীর ক্ষেত্রে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশই শুধু মাত্র এই প্রতিপক্ষ পালন করেছেন, সেহেতু এ মামলার জুরিসডিকশন ঢাকা। এ আদালতে এ মামলার শুনানী করার কোন সুযোগ নাই এবং বাদী মিথ্যা উক্তিতে মামলা আনয়ন করেছেন বিধায় খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয় ঃ—

১। বাদী প্রতিপক্ষ কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ এর শ্রমিক কিনা।

২। প্রতিপক্ষের ইংরেজী ১২-১২-৯৯ তারিখে সূত্র কেরু/সংস্থাপন/ব্যক্তিগত নথি/২৭৮৯ নং পত্রটি বাতিলযোগ্য কিনা।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণ একে অপরের দাখিলী কাগজ পত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে বিবেচনা করতে সম্মতি জ্ঞাপনের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র প্রদর্শিত বলে গণ্য করতে এ আদালত সম্মত হলেন। তাছাড়া উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের ভিত্তিতে এ মামলার বিচার নিষ্পত্তি করতে সম্মত হওয়ায় উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এ কারণে এ মোকদ্দমাটি মৌখিক সাক্ষ্য ব্যতিরেকে দাখিলী কাগজ পত্রের ভিত্তিতে বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রহণ করা হলো।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ—বাদী প্রতিপক্ষ কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ এর শ্রমিক কিনা।

মামলার নথি, উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র পর্যালোচনান্তে ও উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে বাদী কাজী সাইদুল ইসলাম (বাদশা) কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ এর শ্রমিক ছিলেন। কাজেই ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ—প্রতিপক্ষের ইংরেজী ১২-১২-৯৯ তারিখের সূত্র - কেরু/সংস্থাপন/ব্যক্তিগত নথি/২৭৮৯ নং পত্রাদেশটি বাতিলযোগ্য কিনা।

যুক্তি পেশকালে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এ মামলার বাদী কাজী সাইদুল ইসলাম (বাদশা) প্রতিপক্ষের দর্শনাস্থ কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ এর সুগার ইউনিটে কর্মরত ছিলেন এবং ডিনেচার্ড স্প্রিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে উক্ত কোম্পানীর ডিষ্টিলারী ইউনিটের বিক্রয় শাখার অধীনস্ত ঢাকা বিক্রয় অফিসে এবং এই বাদীই উক্ত আত্মসাতের সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনিয়ম উদ্‌ঘাটন করেছেন। একাধিক বার তদন্ত কমিটি করে বিষয়টি তদন্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর ২২-৬-৯৯ তারিখে কমিটি বাদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের তদন্ত করেন এবং উক্ত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ ১২-১২-৯৯ তারিখের সূত্র কেরু/সংস্থাপন/ব্যক্তিগত নথি/২৭৮৯ নং পত্র মাধ্যমে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার অর্থ দন্ড প্রদান করেন। এ প্রসংগে বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষের দাখিলী প্রদঃ 'ছ' তদন্ত প্রতিবেদনের শেষ প্যারা পড়ে শুনান, যাহা নিম্নরূপ ঃ—

"ঘষা-মাজা কাগজ পত্র হিসাব বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ ব্যাপারে হিসাব বিভাগের যথেষ্ট ত্রুটি এবং বিশেষ করে দায়িত্ব পালনে জনাব কাজী সাইদুল ইসলাম, জ্যেঃ করনীকের গাফিলতি রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সম্প্রতি ব্যাংকে একটি পত্র দেয়া হয়েছে। ব্যাংক ষ্টেটমেন্টে বকেয়া সাকুল্য টাকা পরবর্তীতে আদায় হয়েছে বিধায় এ ব্যাপারে তার উপর কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না।" এ প্রসংগে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, যেহেতু বাদীর উপর আত্মসাতের ঘটনার কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না, সেহেতু উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত দন্ডাদেশ বেআইনী। পাল্টা যুক্তি প্রদর্শনকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী 'ঝ' বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২৮-১১-৯৯ তারিখের বরাত এস, এফ/তদন্ত/কেরু-১৩(১৪)/৯৮/১২২ নং দন্ডাদেশ প্রদানের নির্দেশ পত্রের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক তদন্ত সম্পন্ন করে দন্ড প্রদানের নির্দেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে বাদীকে প্রতিপক্ষ বাদীকে উক্ত দন্ড প্রদান করেছে। উহা সঠিক ও আইনসংগত।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তি-পাল্টা যুক্তি শ্রবণ করলাম। মামলার নথি ও উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোন কাগজ পত্রে ঘষা-মাজা, ওভার রাইটিং বা ফ্লুইডের ব্যবহার নাই। তাহার সকল হিসাব পত্রে কোন গড়-মিল পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহাছাড়া বাদীর কর্মস্থল প্রতিপক্ষের সুগার ইউনিটের দর্শনাস্থ হিসাব শাখায় এবং আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে প্রতিপক্ষের ডিষ্টিলারী ইউনিটের বিক্রয় শাখার ঢাকাস্থ বিক্রয় অফিসে।

ইহাছাড়া তর্কিত আত্মসাতের ঘটনার সর্বশেষ তদন্ত প্রতিবেদনের উপসংহারে বাদী মোঃ সাইদুল ইসলাম (বাদশার)-উপর আত্মসাতের কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, এ আদালত মনে করেন উক্ত আত্মসাতের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের সাথে বাদীকে অর্থ দণ্ড প্রদান করা ন্যায়ানুগ হয়নি। একারনে বাদী তাঁর প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী। ফলে বিচার্য বিষয় নং ২ বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা গেল। প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদী প্রদত্ত ইংরেজী ১২-১২-৯৯ তারিখে সূত্র-কেরু/সংস্থাপন/ব্যক্তিগত নথি/২৭৮৯ নম্বর পত্র বেআইনী সাব্যস্তে উহা বাতিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল। এ রায় অদ্য হতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্য্যকর করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

মামলা নং সি-১০৮/২০০০

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা

সদস্য ঃ ১। জনাব শেখ শামীম আহমেদ,
২। জনাব শেখ আলাউদ্দিন আল আজাদ মিলন,

কাজী আব্দুল গফফার, পিতা মৃত কাজী আঃ জব্বার, সাং-মুলাটোল, পোঃ-রংপুর, জেলা-রংপুর। হাল সাং-প্রযত্নে-বেগম ওকিলাতুন্নেছা, কাজু বিথি, কলেজ রোড, নওয়াপাড়া, পোঃ-নওয়াপাড়া, যশোর—দরখাস্তকারী।

বনাম

যশোর জুট ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, পক্ষে-উপ-মহাব্যবস্থাপক, সাং ও পোঃ রাজঘাট, জেলা-যশোর—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব এস, এ, মহসিন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ১-৪-২০০৩ সাল।

রায়ের তারিখ ঃ ১৯-৪-২০০৩ সাল।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা তৎসহ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী দরকাস্তকারীর নিবেদন সংক্ষেপে হলো যে, তিনি প্রথমে ৩-৭-৭২ তারিখে ট্রেইনী পদে এবং ১-৬-৭৮ তারিখের পত্র দ্বারা পাট বিভাগে পরিদর্শক পদে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারীকে তাঁর পদ পরিবর্তন করে পাট বিভাগের সহকারী পাট কর্মকর্তা করা হয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের কেশবপুর, কলারোয়া ও নাটোর পাট ক্রয় কেন্দ্রে এজেন্সি ইনচার্জ হিসাবে কর্মরত থেকে পাট ক্রয় করে প্রতিপক্ষ মিলে প্রেরণ করেন। পাট ক্রয় ও মিলে প্রেরণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ আছে এবং প্রতিটি ধাপ এজেন্সী ইনচার্জের নিয়ন্ত্রনে থাকে না। পাট ক্রয়ের পর তা শুকানো হয়। গাঁট বাধা হয় এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে ট্রাকে বা অন্য বাহনে মিলে পৌছানো হয়। মিলে পৌছাবার উল্লিখিত প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে পাট হ্যাণ্ডলিং এর কারণে কিছু ঘাটতি হয় যে কারণে কর্পোরেশন/মন্ত্রণালয় ০.৫০% ঘাটতি অনুমোদন করেন। প্রতিপক্ষ মিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। সহকারী পাট কর্মকর্তা হিসাবে দরখাস্তকারীর কোন প্রকার ম্যানেজারিয়েল, সুপারভাইজরী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে না। তিনি একজন শ্রমিক। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে পাট ঘাটতি ও আত্মসাতের অভিযোগে ৮-৭-৮৬ তারিখের পত্র দ্বারা চাকুরী হতে বরখাস্ত করলে এ আদালতের সি-৬৪/৮৬ নং মোকদ্দমায় প্রদত্ত ২০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ লাভ করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে রীট মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত রীট মোকদ্দমায় মহামান্য হাই কোর্ট শ্রম আদালতের রায় বহাল রাখেন। প্রতিপক্ষ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হবে মর্মে জ্ঞাত করেন। বিজেএমসি প্রতিপক্ষের পত্রের প্রেক্ষিতে প্যানেল আইনজীবীর মতামতসহ নিজ মতামত প্রদান করেন। সেখানে মহামান্য হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে কোন প্রতিকার পাওয়া যাবে না মর্মে মতামত প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর সাথে আপীল বিভাগে আপীল না করার শর্তে বকেয়া মজুরী ছাড় দেয়ার জন্য দরখাস্তকারীকে রাজী করার পরামর্শ দেন। সংশ্লিষ্ট সময়ে পাট ঘাটতির বিষয়ে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মানি মামলা বিচারাধীন থাকে। উক্ত মানি মামলা মিলের পক্ষে রায় হলে দরখাস্তকারী ডিক্রির টাকা ফেরত দিবেন মর্মে অংগীকারনামা প্রদান করেন। দরখাস্তকারী দীর্ঘদিন চাকুরীচ্যুত থাকার কারণে এবং মামলা মোকদ্দমা চালিয়ে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ মিলের দুইজন কর্মকর্তা সর্ব জনাব মোঃ আকরমা হোসেন এবং মোঃ আজিজুর রহমান প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ পক্ষে বিজেএমসি এর আদেশ মতে দরখাস্তকারীকে ২০% বকেয়া বেতন ভাতার মধ্যে ৭% ছাড় দিয়ে এবং বিচারাধীন মানি মামলার রায় মতে মিলের দাবীকৃত টাকা

তাঁর চাকুরীর পাওনাদি হতে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে চাপ প্রয়োগ করে অংগীকারনামা সম্পাদন করিয়ে নন এবং দরখাস্তকারী তা করে দিতে বাধ্য হন। নতুবা প্রতিপক্ষ তাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হবে না বলে জানিয়ে দেন। দরখাস্তকারী অংগীকারনামা স্বাক্ষর করে চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত ২৮-৯-৯৮ইং তারিখের অংগীকারনামাটি ভয়েড এ্যাবনিসিও বলে দরকাস্তকারী দাবী করেন এবং উক্ত অংগীকারনামা অনুযায়ী সকল প্রকার কর্তন বন্ধ এবং এ যাবৎ কর্তিত সমূদয় টাকা ফেরতের জন্য ৫-১০-২০০০ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষ বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন দাখিল করেন। মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় তিনি ২৮-৯-৯৮ তারিখের অংগীকারনামা ভয়েড এ্যাবনিসিও গণ্যে সকল প্রকার কর্তন বন্ধ ও কর্তিত সমূদয় টাকা ফেরতের আদেশের প্রার্থনা করে এ মামলা দায়ের করেছেন।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং দরখাস্তকারীর সমূদয় অভিযোগ অস্বীকার করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, দরখাস্তকারী শ্রমিক নহেন। ভিজা ও আদ্রতাযুক্ত পাট ক্রয় সম্পূর্ন নিষিদ্ধ সত্ত্বেও দরখাস্তকারী তা অমান্য করে ১৯৮৪-৮৫ সালে পাট ক্রয় কেন্দ্রে ক্রয় কর্মকর্তা থাকাকালে ৫,৬৮,৪৬৭.৮১ টাকা আত্মসাৎ করায় তাঁর বিরুদ্ধে নাটোর সাব জজ আদালতে মানি ৪/৮৭ নং মোকদ্দমা চলছে। ১৯৮১-৮২ সালে কলারোয়া পাট ক্রয় কেন্দ্রের এজেন্সী ইনচার্জ থাকাকালে খরিদকৃত পাট নিম্নমানের ও পাটের ঘাটতি বাবদ ৭৭,৩১১.৭৫ টাকার ক্ষতি হয় যে জন্য সাতক্ষীরা সাব জজ আদালতে ১৯/৮৭ নং মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রি হয়েছে। দরখাস্তকারী ১৯৭৮-৭৯ সালে কেশবপুর পাট ক্রয় কেন্দ্রে এজেন্সী ইনচার্জ থাকাকালে পাট খরিদ না করে ভূয়া খরিদ দেখিয়ে মিলের ১,৪১,৬৮৩.৫৯ টাকা আত্মসাৎ করেন যে কারণে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে যশোর সাব জজ আদালতে ১৩/৮৭ নং মানি মোকদ্দমা দায়ের করলে দরখাস্তকারী দাবী আদায় দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যান। ফলে ১৯-২-৯১ তারিখে এক তরফা ডিক্রি হয়।দরখাস্তকারী মিস মোকদ্দমা দায়ের করলেও তা পরবর্তীতে খারিজ হয়ে যায় এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে খরচার ডিক্রি বাবদ ৮,২৬৯.২৫ টাকাসহ আত্মসাৎকৃত ১,৫৮,৬৮৫.৬২ টাকা আদায়ের ডিক্রি হয়েছে। দরখাস্তকারী সি-৬৪/৮৬ নং মোকদ্দমা ও পরবর্তীতে মহামান্য হাই কোর্টের রীট মামলা নিস্পত্তি হওয়ার পর দরখাস্তকারী নিজ হাতে স্বেচ্ছায়, কারও বিনা প্ররোচনায় ২৮-৯-৯৮ তারিখে অংগীকারনামা লিখে উহাতে সহি করেন এবং তাঁর সমপর্যায়ের দুই জন কর্মকর্তা যথাক্রমে জনাব মোঃ আকরাম হোসেন, এ,সি,ও (হিসাব) এবং জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, এ,সি,ও (ভাণ্ডার) ঐ অংগীকারনামায় সাক্ষী থাকেন। উক্ত সাক্ষীগণ তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ছিলেন না। দরখাস্তকারী ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর স্বেচছা প্রণোদিত অংগীকারনামা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করেছেন। উক্ত অংগীকারনামা যেহেতু কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা নয় সেহেতু উক্ত অংগীকারনামা বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক এবং কার্যকর। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত অংগীকানামার ভিত্তিতে প্রতিমাসে ২২৪২.০০ টাকা তাঁর বেতন হতে কর্তন করা হচ্ছে। মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারীর নিকট হতে তাঁর আত্মসাৎকৃত টাকা ক্ষতিপূরণসহ আদায় করতে মিল কর্তৃপক্ষ অধিকারী। ভ্রান্ত ধারণার বশে দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। প্রতিমাসে ২২৪২.০০ টাকা কর্তনের মাধ্যমে আদায়ের ১-৮-৯৯ তারিখের নালিশী আদেশ এ মোকদ্দমা দায়েরের বহু পূর্বে হতেই দরখাস্তকারীর স্বীকৃত মতে ১৯৯৯ সনের আগস্ট মাস হতে কার্যকরী হয়েছে। কাজেই শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনে এ মোকদ্দমা অচল। পরিশেষে প্রতিপক্ষ পক্ষে দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজ পত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে বিবেচনা করতে সম্মতি জ্ঞাপনে প্রার্থনার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ-পত্র প্রদর্শিত মতে চিহ্নিত করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ—

১। দারখাস্তকারী শ্রমিক কিনা।

২। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুযায়ী রক্ষণীয় কিনা।

৩। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুযায়ী রক্ষণীয় কিনা।

৪। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

প্রতিপক্ষের দাবী হলো যে, দরখাস্তকারী শ্রমিক নহেন। তাঁর পদবী সহকারী পাট কর্মকর্তা। তাঁর ম্যানেজারিয়েল ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল। কাজেই এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষে নিবেদন করা হয় যে, দরকাস্তকারীর কোন ম্যানেজারিয়েল বা প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। তিনি একজন শ্রমিক। উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজ পত্র হতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী এ আদালতের সি-৬৪/৮৪ নং মোকদ্দমায় দ্বিপক্ষ বিচারে ২০% বকেয়া মজুরীতে চাকুরীর পুনর্বহালের আদেশ প্রাপ্ত হন এবং প্রতিপক্ষ উহার বিরুদ্ধে মহামান্য হাই কোর্টে রীট মামলা দায়ের করেন। উক্ত রীট মোকদ্দমায় মহামান্য হাই কোর্ট দরখাস্তকারীকে শ্রমিক গণ্যে এ আদালতের রায় বহাল রাখেন এবং প্রতিপক্ষ উক্ত রায় মেনে নিয়ে দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছেন। ফলে বর্তমান মোকদ্দমায় পুনরায় দরখাস্তকারী শ্রমিক নহেন মর্মে দাবী করে প্রতিপক্ষ যে বক্তব্য সমূহ উপস্থাপন করেছেন তা সঠিক নহে। কাজেই ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ও ৩নং বিচার্য বিষয় আলোচনার সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

দরখাস্তকারীর মামলা সংক্ষেপে হলো যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক চাপ প্রয়োগ করে ইং ২৮-৯-৯৮ তারিখে দরখাস্তকারীকে এই মর্মে একখানা অংগীকারনামা লেখিয়ে দিতে বাধ্য করা হয় যে, দরখাস্তকারী আদালতের রায়ে প্রাপ্য ২০% বকেয়া মজুরীর স্থলে তিনি ১৩% বকেয়া মজুরী গ্রহণ করবেন এবং বাকী ৭% বকেয়া মজুরী ছাড় দিবেন। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে বিচারাধীন বিভিন্ন মানি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অন্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রি হয় তবে তিনি ঐ ডিক্রির টাকার তাঁর চাকুরীর পাওনাদি হতে পরিশোধ করবেন এবং চাকুরীর পাওনাদি হতে পরিশোধ না হলে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে পরিশোধ করবেন। প্রতিপক্ষ ঐ অংগীকারনামার ভিত্তিতে ইং ৩১-৮-৯৯ তারিখে

০৫ঃ২০ঃ১৪৬ঃ৪৬৫১নং আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে আগস্ট/৯৯ মাস থেকে মজুরী কর্তনের আদেশ প্রদান করেন এবং বেতন কর্তন করা হয়। দরখাস্তকারী উক্ত অংগীকারনামা ভয়েড এ্যাবনিসিও গণ্যে উক্ত অংগীকারনামাসহ প্রতিপক্ষের ৩১-৮-৯৯ তারিখের টাকা কর্তনের আদেশ বাতিল সাব্যস্তে দরখাস্তকারীর বেতন/মজুরী কর্তন বন্ধ ও কর্তনকৃত টাকা ফেরতের আদেশ এর প্রার্থনা করা হয়েছে।

দরখাস্তকারী তাঁর মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজ পত্র আদালতে দাখিল করেছেন ঃ-

১। দরখাস্তকারীর নিয়োগ পত্র তারিখ ৩-৭-৭২ইং,

২। স্থায়ী নিয়োগ পত্র তারিখ ১-৬-৭৮ (ফটোস্ট্যাট কপি),

৩। সি-৬৪/৮৪ নং মোকদ্দমার রায় (ফটোস্ট্যাট কপি),

৪। অংগীকারনামা তারিখ ২৮-৯-৯৮ (ফটোস্ট্যাট কপি),

৫। পুনর্বহাল আদেশ তারিখ ৩১-৮-৯৯,

৬। মজুরী কর্তন আদেশ তারিখ ৩১-৮-৯৯ (ফটোস্ট্যাট কপি),

৭। মন্ত্রণালয়ের পত্র তারিখ ১০-৮-৯৯

৮। দরখাস্তকারীর দরখাস্ত তারিখ ২৭-৯-২০০০ (ফটোস্ট্যাট কপি),

৯। গ্রিভেন্স পিটিশন তারিখ ৫-১০-২০০০

১০। মিঃ শাহ্ মিরণ, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের পত্র তারিখ ৬-২-২০০০ইং,

অপরদিকে সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের মামলা হলো যে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দরখাস্তকারী তা অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন পাট ক্রয় কেন্দ্রে এজেন্সি ইনচার্জ থাকাকালে নিম্নমানের পাট ক্রয় করেন এবং বিভিন্ন সময়ে কেশবপুর, কলারোয়া ও নাটোর পাট ক্রয় কেন্দ্রে এজেন্সি ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন যথাক্রমে দরখাস্তকারী ১,৪১,৬৮৩.৫৯ টাকা, ১৭,৩১১.৫৭ টাকা এবং ৫,৬৮,৪৬৭.৮১ টাকা আত্মসাৎ ও নিম্নমানের পাট ক্রয় করে মিলকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। ঐ সকল টাকা দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আদায়ের জন্য বিভিন্ন আদালতে মানি মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় দরখাস্তকারীকে আদালতের রায়ের নির্দেশ মত চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং দরখাস্তকারী ইং ২৮-৯-৯৮ তারিখে নিজ হাতে কারও বিনা প্ররোচনায় তাঁর দুইজন সহকর্মীকে সাক্ষী রেখে একখানা অংগীকারনামা সম্পাদন করেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উক্ত স্বেচ্ছা প্রণোদিত অংগীকারনামার ভিত্তিতে ইং ৩১-৮-৯৯ তারিখে দরখাস্তকারীর আগষ্ট/৯৯ মাসের বেতন/মজুরী হতে উক্ত আত্মসাৎকৃত মানি মোকদ্দমার ডিক্রির টাকা কর্তন করা হয় যাতে দরখাস্তকারী কোন আপত্তি করেননি। দরখাস্তকারী মানি মোকদ্দমার ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল মোকদ্দমা করেননি। যে কারণে তিনি উক্ত ডিক্রির টাকা মিলকে ফেরৎ দিতে বাধ্য। দরখাস্তকারীর বর্তমান মামলা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনে অচল ও তামাদি বারিত এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে অরক্ষণীয় নহে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক)(খ) ধারা এবং শিল্প সম্পর্ক

অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দরখাস্তকারীর মামলা অচল মর্মে দাবী করে উল্লেখিত ধারা এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দরখাস্তকারীর মামলা অচল মর্মে দাবী করে উল্লেখিত ধারা দুইটির যে উদ্ধৃতি দেন তা যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ—

" "Any individual worker (including a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid-off or otherwise removed from employment) who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seek redress there of under this section shall observe the following procedure :

(a) the worker concerned shall submit his grievances to his employer, in writting, by registered post within fifteen days of the occurrence of the cause of such grievance and the employer shall within fifteen days of receipt of such grievance enquire into the matter give the worker concerned an opportunity of being heard and communicate his decision in writting, to the said worker ;

(b) If the employer fails to give a decision under clause (a) or if the worker is dissatisfied with such decision, he may make a complaing to the Labour Court having jurisdiction within thirty days from the last date under clause (a) or within thirty days from the date of the decision as the case may be unless the grievance has already been raised or has otherwise been taken cognisance of as labour dispute under the provisions of the Industrial Relation Ordinance.."

Section 34 of I. R. O. is as follows :

"Application to Labour Court.—Any collective bargaining Agent or any employer or workman may apply to the Labour Court for the enforcment of any right guaranteed or secured to it or him by or under any law or any award or settlement."

প্রতিপক্ষ তাঁর মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেছেন ঃ—

১। দরখাস্তকারীর দেয়া অংগীকারনামা তারিখ ২৮-৯-৯৮ ইং,

২। দরখাস্তকারীর কাজে যোগদানের আবেদন পত্র তারিখ ২৮-৯-৯৮ ইং,

৩। দরখাস্তকারীর চাকুরীতে পুনর্বহালের পত্র তারিখ ২৯-৯-৯৮ ইং,

৪। দরখাস্তকারীর চাকুরীতে যোগদান পত্র তারিখ ১-১-৯৮ ইং,

৫। দরখাস্তাকারীর বেতন বিধি মোতাবেক কর্তন করার জন্য আবেদন পত্র তারিখ ৪-১২-৯৯,

উভয় পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তি এবং উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীর দাবী হলো যে, প্রতিপক্ষ জোর করে কিংবা চাপ সৃষ্টি করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে একখানা অংগীকারনামা হাসিল করেন এবং উহার ভিত্তিতে ৩১-৮-৯৯ তারিখে তাঁর বেতন কর্তনের আদেশ প্রদান করেন যা তিনি বাতিলক্রমে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার এবং বেতন কর্তনের আদেশ বাতিলক্রমে বেতন কর্তন বন্ধের আদেশের প্রার্থনা করেছেন। প্রতিপক্ষ যদি দরখাস্তকারীর নিকট থেকে জোর করে ২৮-৯-৯৮ তারিখে উক্ত অংগীকারনামা লেখিয়ে থাকেন তবে কেন দরখাস্তকারী সংশ্লিষ্ট

আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভেন্স দিয়ে প্রতিকার গ্রহণে সচেষ্ট হননি তার কোন সংগত কারণ বা ব্যাখ্যা আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি। এ ছাড়া নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট থেকে যে জোর করে অংগীকারনামা হাসিল করেছেন মর্মে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেও এহেন বে-আইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানায় কোন জি, ডি, এন্ট্রি দরখাস্তকারী করেননি। এমন কি দরখাস্তকারী তাঁর উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণের অন্য কোন উপযুক্ত সাক্ষী সাবুদও আদালতে হাজির করেননি। বরং তিনি ইং ৪-১২-৯৯ তারিখে দাখিলী দরখাস্ত দ্বারা প্রতিপক্ষকে সংস্থার বিধি মোতাবেক মজুরী হতে টাকা কর্তনের আবেদন করেন। এরূপ আবেদনের মাধ্যমে ২৮-৯-৯৮ ইং তারিখে কৃত অংগীকারনামা প্রকারান্তরে তাঁর স্বেচ্ছায় কৃত মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ইং ৩১-৮-৯৯ তারিখের বেতন কর্তনের আদেশকে বাতিলের প্রার্থনা করেছেন। অথচ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের উপরোক্ত কর্মকান্ডে ও আদেশে ক্ষুব্দ হয়ে ইং ৫-১০-২০০০ তারিখে একখানা গ্রিভেন্স পিটিশন প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করেছেন যা উপরোক্ত আইনে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে বিধায় দরখাস্তকারীর বর্তমান মোকদ্দমাটি যে তামাদি বারিত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আবার শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারীর কোন রোয়েদাদ বা মীমাংসার দ্বারা অর্জিত কোন অধিকার প্রতিপক্ষ ক্ষুন্ন করেননি। বরং দরখাস্তকারী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সহজ কিস্তিতে মানি ডিক্রির টাকা পরিশোধ করতে চেয়েছেন এবং সে সুযোগ হিসাবে তিনি ঐ অংগীকারনামা সম্পাদন করেছেন। কেননা দরখাস্তকারীর নিকট থেকে জোর করে বা চাপ সৃষ্টি করে উক্ত অংগীকারনামা প্রতিপক্ষ হাসিল করেছেন মর্মে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। কাজেই শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনে ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা রক্ষণীয় নয় বিধায় ২ ও ৩ নং বিচার্য বিষয় দুইটি দরখাস্তকারীর প্রতিকূলে গৃহীত হলো।

৪নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

২ ও ৩নং বিচার্য বিষয় দুইটি যেহেতু দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গৃহীত হয়েছে সেহেতু দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পেতে হকদার নহেন মর্মে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা হলো।

আমার কথা মত লেখা

(চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ)
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

(চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ)
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-২/২০০১।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব শেখ শামীম আহমেদ,
২। জনাব আ, ব, ম, নুরুল আলম,

মোঃ মতিয়ার রহমান, পিতা মৃত জামাল উদ্দিন সরদার,
সাং ও পোঃ চন্ডীপুর, থানা ভেড়ামারা, জেলা কুষ্টিয়া।

—দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ
সাং ও পোঃ দর্শনা, থানা দর্শনা, জেলা চুয়াডাংগা।

—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব শেখ নুরুল হাসান রুবা।

শুনানীর তারিখ ঃ ০৬-০৫-২০০৩, ২৭-০৫-২০০৩ এবং ২১-৭-২০০৩।

রায়ের তারিখ ঃ ২৮-৭-২০০৩ খৃঃ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি মামলা।

দরখাস্তকারীর নিবেদন সংক্ষেপে এই যে, তিনি প্রতিপক্ষ মিলে ১-৩-৬৬ ইং তারিখে নিরাপত্তা প্রহরী পদে চাকুরী লাভ করেন। তাঁর চাকুরী জীবন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তিনি একাধিক স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন। দরখাস্তকারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য তালিকাভুক্ত করায় কিছু কুটিল প্রকৃতির লোকজন দরখাস্তকারীকে কারণে অকারণে ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। গত ১-৩-৬৬ ইং তারিখে নিয়োগ প্রাপ্তির সময় দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৪৭ লিপিবদ্ধ ছিল। পুলিশ ভেরিফিকেশন ও অন্যান্য যাবতীয় কাগজ পত্রে তাঁর জন্ম তারিখ ১-১-৪৭ লিখিত আছে। হিসাব মতে ৩১-১২-২০০৪ সালে তাঁর অবসর গ্রহণ করার কথা। প্রতিপক্ষ মিলে নিরাপত্তা প্রহরী পদ থেকে পদোন্নতি প্রদান করা শুরু হয়েছে এবং দরখাস্তকারী পদোন্নতি পাচ্ছে দেখে

পূর্বে উল্লিখিত ঐ সকল কুটিল ব্যক্তিরা প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে তাঁকে গত সূত্র নং প্রশা সংস্থা-১৪/১১২, তারিখ ২৩-১০-২০০০ ইং দ্বারা ৩০-১১-২০০০ তারিখে দরখাস্তকারীকে অবসর প্রদান করা হবে মর্মে জানিয়ে দেন। দরখাস্তকারী একখানা দরখাস্ত দ্বারা তার জন্ম তারিখ ১-১-৪৭ বলে উল্লেখ করেন এবং ইহার সমর্থনে শিক্ষা সনদ, হলফনামাসহ যাবতীয় কাগজপত্র দাখিল করেন এবং তাঁকে ৩০-১১-২০০০ তারিখে অবসর না দেয়ার জন্য প্রার্থণা করেন। এতদসত্ত্বেও প্রতিপক্ষ তাঁকে পত্র সূত্র নং প্রশা/সংস্থা-১৪/১৭০৮, তারিখ ২৮-১১-২০০০ইং দ্বারা দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করেন যাহা সম্পূর্ণ বেআইনী, বিধি বহির্ভূত দাবী করে দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রি ডাক যোগে ২৯-১১-২০০৩ তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর একখানা গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আইনানুগ সময়ের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় তিনি বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে প্রতিপক্ষের ২৩-১০-২০০০ ও ২৮-১১-২০০০ তারিখের পত্র সূত্র নং প্রশা/সংস্থা-১৪/১১৫২ এবং স্মারক নং প্রশা/সংস্থা-১৪/১৭০৮ দ্বারা প্রদত্ত অবসর আদেশ বাতিলক্রমে চাকুরীতে পূর্ণ বকেয়া মঞ্জুরীসহ পুনর্বহালের আদেশের আবেদন করেছেন।

প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে দরখাস্তকারীর যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব অনুযায়ী সংক্ষেপে তাঁদের নিবেদন হলো যে, দরখাস্তকারী ৫-১-৫৯ইং তারিখে মৌসুমী দারোয়ান হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ৫-৪-৮৪ তারিখে তাঁকে দারোয়ান পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। দরকাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাঁর সার্ভিস রেকর্ডে তাঁর জন্ম তারিখ ১-১২-৪৩ লেখা থাকে এবং অন্যান্য কাগজপত্রেও তাঁর জন্ম তারিখ ১-১২-৪৩ইং লিপিবদ্ধ থাকে। সে অনুযায়ী দরখাস্তকারীর বয়স ৫৭ বছর পূর্ন হওয়ায় গত ৩০-১১-২০০০ তারিখ অপরাহ্ন হতে তাঁকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। দরখাস্তকারী পরবর্তীতে কিছু কাগজপত্র সৃষ্টি করে তার বয়স পরিবর্তনের জন্য আবেদন করলেও আইনতঃ পরবর্তীতে সৃষ্ট কোন কাগজ দ্বারা চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ না থাকায় প্রতিপক্ষ তা গ্রহণ করেন নি। দরখাস্তকারী ৫-১-৫৯ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে মৌসুমী দারোয়ান হিসাবে নিয়োগ পান। তাঁর দাবী অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ১-১-৪৭ হলে তাঁর উল্লেখিত চাকুরীতে নিয়োগের সময় তার বয়স দাঁড়ায় ১২ বছর ৪ দিন যা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। দরখাস্তকারীর মিথ্যা উক্তিতে দায়েরকৃত এ মামলা খারিজ করার জন্য প্রতিপক্ষ নিবেদন করেছেন।

বিচার্য বিষয়ঃ-

১।দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

২। দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অবসর আদেশটি ন্যায় সংগত কিনা।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিতা প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মামলাটিতে দরখাস্তকারী পক্ষে মোঃ মতিয়ার রহমান স্বয়ং পি,ডব্লিউ-১ এবং মোঃ রেজাউল ইসলাম, অফিস সহকারী, রেকর্ডরুম, ডি,সি অফিস কুষ্টিয়া পি, ডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ পক্ষে একমাত্র স্বাক্ষী মোঃ রহিদ উল্লাহ, ম্যানেজার (পার্সোনেল),

কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ, দর্শনা, কুষ্টিয়া ও, পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এ ছাড়া উভয় পক্ষে নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে ফিরিস্তি সহকারে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেন যা আদালতে প্রদর্শনী চিহ্নিত হয়েছে।

দরখাস্তকারী পক্ষের কাগজপত্রের বিবরণ ঃ—

১।একটি এফিডেভিট এর ফটোকপি প্রদর্শনী-১, তারিখ ১২-০৩-২০০৩,

২। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষ বরাবর একটি দরখাস্ত প্রদর্শনী-২, তাং ১২-০৩-২০০৩,

৩। তথ্য সরবরাহের একটি দরখাস্ত প্রদর্শনী-৩ দাখিলের তারিখ ১২-০৩-২০০৩,

৪। জন্ম রেজিষ্টারের একটি পাতার জাবেদা নকল প্রদর্শনী-৪,

৫। জন্ম রেজিষ্টারের পাতার একটি ফটোকপি প্রদর্শনী-৪(ক),

প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের বিবরণ ঃ—

১। দরখাস্তকারীকে দেয় ২৮-৫-৮৪ তারিখের একটি পত্র প্রদর্শনী-ক,

২। দরখাস্তকারীর গ্রাচুইটি হিসাবের একটি শীট প্রদর্শনী-খ,

৩। দরখাস্তকারীর একটি দরখাস্ত প্রদর্শনী-গ,

৪। প্রতিপক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত টাকার ভাউচার প্রদর্শনী-ঘ,

৫। ২৮-৫-৮৪ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে দেয় একটি পত্র প্রদর্শনী-ঙ,

৬। গ্রাচুইটি রেজিষ্টারের ফটোকপি প্রদর্শনী-চ,

৭। ক্যাশ পেমেন্ট বহি ৮৪-এর ফটোকপি প্রদর্শনী-ছ,

৮। জন্ম রেজিষ্টারের ফটোকপি প্রদর্শনী-জ,

৯। দরখাস্তকারীর স্কুল সার্টিফিকেট প্রদর্শনী-ঝ,

১০। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের বরাবর প্রেরিত একটি দরখাস্ত প্রদর্শনী-ঞ,

১১। দরখাস্তকারীর মজুরী নির্ধারণের ছক পত্র প্রদর্শনী-ট,

১২। দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত তথ্যাদির বিবরণ প্রদর্শনী-ঠ,

১৩। প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের চাকুরীর বিবরণ পত্র প্রদর্শনী-ড।

১নং বিচার্য বিষয়ঃ

দরখাস্তকারী মোঃ মতিয়ার রহমান প্রতিপক্ষের অধীনে নিরাপত্তা প্রহরী পদে নিয়োজিত ছিলেন তা প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেননি বরং সর্বত্রে স্বীকার করেছেন বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি হ্যাঁ বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ-দরখাস্তকারীর বিতর্কিত জন্ম সাল/জন্ম তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।

দরখাস্তকারীর নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জানান যে, দরখাস্তকারী ১-৩-১৯৬৬ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে নিরাপত্তা প্রহরী পদে নিয়োজিত হন এবং সে সময় তাঁর জন্ম তারিখ ১-১-৪৭ লিপিবদ্ধ ছিল। দরখাস্তকারী চাকুরীতে নিয়োজিত হবার পর থেকে অত্যন্ত সুনামের সাথে চাকুরী করতে থাকেন এবং উচ্চতর বেতন স্কেলে তাঁর পদোন্নতি দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষ তার নাম পদোন্নতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কারণে দরখাস্তকারীর বিভাগের কিছু কুটিল প্রকৃতির কর্মচারী ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে সাথে যোগাসাজস করে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর দর্শিয়ে ৩০-১২-২০০৪ তারিখে স্থলে প্রতিপক্ষ দ্বারা ৩০-১১-২০০০ তারিখে অবসর আদেশ প্রদান করিয়াছেন যা সম্পূর্ণ বে-আইনী হয়েছে।

দরখাস্তকারী পি.ডব্লিউ-১ হিসাবে আদালতে জবানবন্দি প্রদানকালে বলেন যে, তিনি কত সালে কেরু কোম্পানীতে চাকুরী নিয়েছেন তা বলতে পারেন না। তাঁর জন্ম হয় ১৯৪৭ সালে মাস ও তারিখ বলতে পারেন না। তিনি ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত পড়ে কোন রকমে সই করতে পারেন। কোম্পানী তাঁকে ঠিক মত অবসর দেয়নি। তাঁর বয়স ৫৭ বছর হওয়ার পূর্বেই তাঁকে অবসর দিয়েছেন। এ মামলার দরখাস্ত তাঁর করা এবং এতে তাঁর সই আছে। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, তাঁকে অবসর দিলে তিনি আপত্তি দিয়েছেন। তাঁর বয়স ৫৭ বছর হয়নি। তাঁকে অন্যায় ভাবে অবসর দেয়া হয়েছে মর্মে জানান। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর বড় ভাই তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে এফিডেভিট দিয়েছেন যার মূল কপি কোম্পানীতে জমা দিয়েছেন। এ পর্যায়ে প্রতিপক্ষের আইনজীবি স্বীকার করেন এবং আদালতে এর ফটোকপি প্রদর্শনী-১১ হিসাবে চিহ্নিত করতে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। দরখাস্তকারী তাঁর জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, ইংরেজদের আমলে বয়স কম ছিল তিনি ছোট ছিলেন। তাঁর বাপ-মা বলেছেন যে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হওয়ার বছর তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর সম্পর্কিত রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর, কুষ্টিয়া প্রদত্ত বার্থ সার্টিফিকেট যার মূল প্রদেয়কারীর প্রদত্ত স্বাক্ষর অস্পষ্ট দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী-৩ চিহ্নিত হয়েছে। দরখাস্তকারী তাঁর জবানবন্দিতে চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জমা দানের কথা অস্বীকার করেন। তিনি ও তাঁর ভাই প্রদর্শনী-৩ সংগ্রহ করেছেন বলে আদালতে দেয় জবানবন্দিতে তিনি জানান। প্রদর্শনী-৩ জাল ও ইহা মামলার জন্য সৃজন করা হয়েছে মর্মে দেয় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির প্রস্তাবনা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি প্রতিপক্ষের জেরার জবাবে বলেন যে, তিনি কবে চাকুরীতে যোগদান করেছেন এবং কবে চাকুরীতে স্থায়ী হয়েছেন তা বলতে পারেন না। তিনি চাকুরীতে স্থায়ী হওয়ার পর গ্রাচুইটি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেননি বলে তাঁর জবানবন্দিতে জানান। দরখাস্তকারী ৫-১-৫৯ইং তারিখে মৌসুমী দারোয়ান হিসাবে যোগদান করেন মর্মে দেয় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির প্রস্তাবনা অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেন যে, বেতন স্কেল, টাইম স্কেল ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গায় তাঁর

জন্ম তারিখ লেখা থাকে ১-১২-১৯৪৩ ও যোগদানের তারিখ থাকে ০৫-১০-৫৯। দরখাস্তকারীর পক্ষে পি,ডব্লিউ-২ মোঃ রেজাউল ইসলাম, অফিস সহকারী, রেকর্ড রুম, ডি,সি কোর্ট, কুষ্টিয়া তাঁর জবানবন্দিতে বলেন যে, জন্ম রেজিষ্টারে এ মামলার দরখাস্তকারী মতিয়ার রহমানের জন্ম তারিখ ০১-০১-৪৭ লেখা আছে। এ রেকর্ড অনুযায়ী তিনি একটি জাবেদা নকল দাখিল করেন যা প্রদর্শনী-৪ রূপে চিহ্নিত করেন। তিনি জানান যে এই রেজিষ্টারের ১৫৬নং পাতায় ২২৮নং ক্রমিকে দরখাস্তকারী মতিয়ার রহমানের জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করা আছে যা প্রদর্শনী-৪/ক রূপে চিহ্নিত করেন। পি, ডব্লিউ-২ তাঁর জেরাতে বলেন যে, এই রেজিষ্টারে সর্বশেষে মতিয়ার রহমানের নাম তার পর আর কারও জন্ম তারিখ রেজিষ্ট্রি হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, এই রেজিষ্টারে (প্রদর্শনী-৪) ১নং সিরিয়ালে যার নাম এ্যান্ট্রি আছে তার নাম আব্দুল জলিল এবং তার জন্ম তারিখ ১১-০১-১৯৮৪ ইং। পি,ডব্লিউ-২ এই রেজিষ্টার কবে তৈরী তা তিনি বলতে পারেন না এবং অফিসের কে বলতে পারবেন তাও তিনি জানেন না। রেজিষ্টারটির কার্যক্রম কবে থেকে শুরু হয় তা লেখা নাই এবং তার নির্দেশে দরখাস্তকারী মতিয়ার রহমানের নাম জন্ম রেজিষ্টারে এ্যান্ট্রি করা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই। এমন কি উক্ত জন্মগত সনদ পত্র কোন মেমো নম্বরও দেয়া হয়নি। পি,ডব্লিউ-২ প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির জেরার জবাবে বলেন যে, দরখাস্তকারী মতিয়ার রহমানের নাম তাঁর পরে না পরবর্তীতে মতিয়ার রহমানের যোগসাজসে এ্যান্টি করা হয়েছে তা তিনি বলতে পারেন না বলে জানান। তাছাড়া তিনি আরও জানান যে, রেজিষ্টারে দর্শিত মতিয়ার রহমানে জন্ম তারিখ সঠিকভাবে এ্যান্টি করা না তা যোগসাজসে এ্যান্টি করা তা তিনি বলতে পারেন না।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের সাক্ষী মোঃ শহিদুল্যাহ, ম্যানেজার পার্সোনেল, কেরু এন্ড কোং বাংলাদেশ লিঃ, দর্শনা, কুষ্টিয়া ও, পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে আদালতে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন যে, দরখাস্তকারী বেতন স্কেল, টাইম স্কেল ইত্যাদিতে তাঁর জন্ম তারিখ ও ৫-১-৫৯ তারিখে চাকুরীতে যোগদানের বিষয় উল্লেখ আছে এবং ঐ সকল কাগজ পত্রে দরখাস্তকারীর সই আছে এবং তিনি তা অবগত আছেন। এর প্রমাণ স্বরূপ বিজ্ঞ আইনজীবি প্রদর্শনী-ক,খ,গ ও প্রদর্শনী-জ ও ঝ এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিপক্ষের স্বাক্ষী দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ সম্বলিত কাগজপত্র এ মামলার পরে সৃজন করা হয়েছে মর্মে দেয়া প্রস্তাবনা অস্বীকার করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, দরখাস্তকারী আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত পড়ে কোন রকমে সই করতে পারেন। অথচ চন্ডীপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ২-১১-২০০০ তারিখে ইস্যুকৃত একটি সনদ পত্রে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৪৭ প্রদর্শন করে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় চন্ডিপুর সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক গত ২-২-২০০০ তারিখে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৪৭ দর্শিয়ে সেখানেও তিনি দরখাস্তকারী ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ মর্মে সনদ পত্র প্রদান করেছেন এবং ইহা আদালতে প্রদর্শনী-ঝ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারী কর্তৃক আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দির সাথে স্কুল হতে প্রদত্ত সনদপত্রের সামঞ্জস্য নাই। যে কারণে এ সকল সনদপত্র দরখাস্তকারী কর্তৃক এ মামলার পরে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করে। তিনি তাঁর যুক্তি প্রদর্শনকারে আরও বলেন যে, দরখাস্তকারী তাঁর বয়স কম দর্শিয়ে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার অসৎ উদ্দেশ্যে ডি,সি, অফিসের রেকর্ড রুমের কর্মচারীদের সাথে যোগসাজস করে সেখানে রক্ষিত একটি জন্ম রেজিষ্টারে দরখাস্তকারীর নাম সর্বশেষ

ক্রমিকে লিপিবদ্ধ করিয়ে তাঁর জন্ম সাল ১৯৪৭ দর্শিয়ে তার একটি জাবেদা নকল আদলতে দাখিল করেছেন। উক্ত রেকর্ড রুমের কর্মচারী মোঃ রেজাউল ইসলাম ভূইয়া আদালতে পি,ডব্লিউ-২ হিসাবে জবানবন্দিকালে বলেন যে, রেজিষ্ট্রারটির ১নং ক্রমিকে লিপিবদ্ধকৃত ব্যক্তির নাম আবদুল জলিল যার জন্ম সাল ১৯৮৪ লিপিবদ্ধ আছে এবং রেজিষ্টারটির সর্বশেষ ক্রমিকে এ মামলার দরখাস্তকারী মোঃ মতিয়ার রহমানের নাম লিপিবদ্ধ করা আছে এবং তাঁর জন্ম সাল ১৯৪৭ মর্মে লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত কর্মচারী জেরায় বলেন যে, রেজিষ্টারটি কবে তৈরী করা হয়েছে তা তিনি জানেন না এবং ঐ সম্পর্কে অন্য কেহ জানে কি না তাও তিনি জানেন না। জাবেদা নকল প্রদর্শনী-৪এ প্রদত্ত স্বাক্ষরটি অস্পষ্ট এ এবং পি,ডব্লিউ-২ ঐ স্বাক্ষরকারীর নাম তাঁর জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি ডি,সি অফিসে সংরক্ষিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করার এহেন প্রক্রিয়াকে অতি নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এরূপ কার্যকলাপে বিস্ময় প্রকাশ করেন। কাজেই উপরোক্ত জন্ম রেজিষ্টারের অংশ বিশেষের জাবেদা নকলটি বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক স্বাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না এবং পি,ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্যকে একটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করাও সমীচীন নয় বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি তাঁর যুক্তি প্রদর্শনকালে আরও বলেন যে, দরখাস্তকারীর দাবী অনুযায়ী যদি ধরিয়াই লই যে, দরখাস্তকারীর জন্ম সাল ১৯৪৭। প্রদর্শনী 'খ' এবং প্রদর্শনী 'গ' প্রমাণ করে যে, দরখাস্তকারী ০৫-০১-৫৯ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেছেন। তা হলে দরখাস্তকারীর চাকুরীতে যোগদানের সময় তাঁর বয়স দাঁড়ায় মাত্র ১২ বছর। দারোয়ান পদে একজন ১২ বছরের বালক নিয়োগ করার বিষয় বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না এবং হাস্যকরও বটে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কাজেই দরখাস্তকারী যে তাঁর নিজের বয়স কম দেখাবার উদ্দেশ্যে এ মামলার পরে এ সকল কাগজপত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার অসৎ অভিপ্রায়ে এ সকল অপকর্ম করেছেন তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেছেন।

উভয় পক্ষের উপযুক্ত যুক্তিসমূহ, নথি ও দাখিলী কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা শেষে দরখাস্তকারীর সঠিক বয়স নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দরখাস্তকারীকে মেডিকেল পরীক্ষা করানো সমীচীন বলে আদালত মনে করেন এনং তাতে উভয় পক্ষ সম্মত হন। এ কারণে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করে তাঁর সঠিক বয়স সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কুষ্টিয়া সিভিল সার্জনকে নির্দেশ দেয়া হয়। সিভিল সার্জন এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করেন এবং দরখাস্তকারীকে উক্ত মেডিকেল বোর্ডে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। মেডিকেল বোর্ড দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা শেষে তাঁর বয়স সংক্রান্ত প্রতিবেদন আদালতে প্রেরণ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে দরখাস্তকারীর বয়স প্রায় ৬০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোকদ্দমা শুনানীকালে আদালতে উপস্থিত দরখাস্তকারীর চেহারা, শারীরিক গঠন এবং তাঁর অবয়ব দৃষ্টে দরখাস্তকারীর বয়স সংক্রান্ত মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টটি আদালতের নিকট যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। উন্মুক্ত আদালতে এক প্রশ্নের উত্তরে দরখাস্তকারী আদালতকে বলেন যে, বয়সের কারণে তাঁর বর্তমানে ১১টি দাঁত ব্যতীত বাকী দাঁতগুলি পড়ে গেছে।

অতএব উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ, দাখিলী কাগজাদি এবং উভয় পক্ষের সাক্ষীগণের প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং আদালতের পর্যবেক্ষণ হতে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দরখাস্তকারীর অবসর আদেশটি সঠিক ও ন্যায়ানুগ হয়েছে। কাজেই এ বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ-দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিস্পত্তি হলেও ২নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর প্রতিকূলে নিস্পত্তি হওয়ায় তিনি এ মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী নহেন। কাজেই তাঁর এ মোকদ্দমা খারিজ হবে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-৬০/২০০১।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন,
২। জনাব এ, বি, এম, নুরুল আলম,

১। মোঃ আমির আলি, পিতা আঃ বারেক জমাদ্দার, সাং কুশাংগল, পোঃ মানপাশা, থানা নলছিটি, জেলা ঝালকাঠি—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। পিপলস জুট মিলস লিঃ, পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১১-০৮-২০০৩ সাল।

রায়ের তারিখ ঃ ২৫-০৮-২০০৩ সাল।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (খ) ধারা এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ৩১-০১-৯৭ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে মোটা তাঁতী পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষের অধীনে দরখাস্তকারীর সার্ভিস রেকর্ড অতি পরিচ্ছন্ন থাকে। দরখাস্তকারীর দ্বারা প্রতিপক্ষের কখনও কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি। প্রতিপক্ষের অধীনে দরখাস্তকারীর ইবি নং ৪৩৪৭, মোটা তাঁত বিভাগ, পালা 'খ' এবং মিল নং ১ থাকে। চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই দরখাস্তকারী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিল এর শ্রমিকদের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন পিপলস জুট মিলস ওয়াকার্স ইউনিয়নের একজন চাঁদা দাতা সদস্য ও শ্রমিক নেতা। শ্রমিক মহলে দরখাস্তকারীর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় দরখাস্তকারী ২০০০ সালে সিবিএ নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে অল্প সংখ্যক ভোটে পরাজিত হন। সিবিএ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কারণে সিবিএ এর অন্যান্য নেতাদের সাথে দরখাস্তকারীর যথেষ্ট মনোমালিন্য ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সিবিএ এর নেতারা শ্রমিকদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করতে থাকে এবং প্রতিপক্ষের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজে প্রতিবাদ বা প্রতিকার করতে চেষ্টা করেন না। প্রতিপক্ষ সিবিএ এর সহায়তায় শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা অন্যখাতে খরচ করে প্রভিডেন্ট ফান্ড খাত শূন্য করে ফেলেন। এ সকল কারণে দরখাস্তকারী একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হিসাবে এর প্রতিবাদ করেন এবং সিবিএ কর্মকান্ডের সমালোচনা করে ১২-১১-২০০১ তারিখে একটি গেট মিটিং করেন। এ কারণে সিবিএ এর নেতারা দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। অপরদিকে মোটা তাঁত বিভাগের 'খ' পালায় কর্মরত স্থায়ী সর্দার আঃ কুদ্দুস নিজ হাতে কাজ-কর্ম করেন না ফলে বিভাগের তাঁতীদের উৎপাদন কম হয়। লাইন সর্দার কাজ না করে ঘুরে বেড়ানোর কারণে তাঁতীদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ কারণে ১৪-১১-২০০১ তারিখে তাঁতীদের সাথে লাইন সর্দার আঃ কুদ্দুসের ঝগড়া হয় এবং আঃ কুদ্দুস দরখাস্তকারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। সর্দারের উক্তরূপ আচরণে সাধারণ তাঁতীগণ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট জয়েন্ট পিটিশন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সর্দার বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন এবং কর্তৃপক্ষীয় শাস্তির সম্মুখীন হতে পারেন এ আশংকায় উক্ত সর্দার দ্রুত সিবিএ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট আগাম এক মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেন। সিবিএ নেতারা শ্রমিকদের শান্ত থাকার কথা বলেন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দেবেন মর্মে আশ্বাস দেন। অন্যদিকে একই নেতারা সর্দারের পক্ষ অবলম্বন করে প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করার চেষ্টা করতে থাকেন। প্রতিপক্ষ সিবিএ নেতাদের চাপের মুখে নতিস্বীকার করে দরখাস্তকারীর ১২-১১-২০০১ তারিখের গেট মিটিংয়ের বক্তব্যের কারণে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে ঐ দিনই অর্থাৎ ১৪-১১-২০০১ তারিখে পত্র সূত্র নং শ্রম ১৬৩০/২০০১ দ্বারা দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেট করেন বেআইনী দাবী করে দরখাস্তকারী ১৭-১১-২০০১ তারিখে টার্মিনেশন আদেশ প্রাপ্তির পর ২১-১১-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর এক লিখিত গ্রিভেন্স পিটিশন রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় তিনি বাধ্য হয়ে উক্ত টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিতক্রমে পূর্ণ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের জন্য এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে দরখাস্তকারীর সমূদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ মিল একটি রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশ পাট কল কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। যে কারণে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত না করায় এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে। কেননা দরখাস্তকারী তাঁর পক্ষে রায় পেলেও বিজেএমসি এর সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করতে পারবেন না। এ জন্য বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ঢাকা-কে মূল প্রতিপক্ষ করে ২য় শ্রম আদালত, ঢাকায় মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ মোকদ্দমা এ আদালতে আইনতঃ চলতে পারে না। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারীকে নিয়োগ পত্রের শর্ত মোতাবেক এক বছরের মধ্যে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রতিপক্ষের রয়েছে। দরখাস্তকারীকে ৩১-১০-৯৭ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করেন। দরখাস্তকারীর আবশ্যকতা না থাকার কারণে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারার বিধান অনুসারে তাঁকে চাকুরী থেকে টার্মিনেট করা হয়েছে। তিনি বিধি মোতাবেক টার্মিনেশন বেনিফিট পাবেন। কাজেই দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেশন আদেশ আইন সংগত ও বৈধ। দরখাস্তকারীকে টার্মিনেশন করায় তাঁর পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বিধায় উক্ত বিলুপ্ত পদ আর ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই। দরখাস্তকারীর সাথে প্রতিপক্ষের কোন শত্রুতা নেই যে কারণে তাঁকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। পরিশেষে দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী মোঃ আমির আলি প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ছিলেন কিনা।

২। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

৩। দরখাস্তকারী চাকুরীতে থাকাকালীন সময়ে প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার সাথে জড়িত ছিলেন কিনা।

৪। মালিক প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার কারণে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করেছেন কিনা।

৫। মালিক প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দরখাস্তকারীর চাকুরীর অপসারণ আদেশ সহজ, সরল ও নির্দোষ প্রকৃতির কিনা।

৬। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে হকদার কিনা।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবল মাত্র স্ব-স্ব মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সম্মুখে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের বিবরণ

১। চাকুরী টার্মিনেশন পত্র প্রদর্শনী-১,

২। পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী-২,

৩। দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রদর্শনী-৩,

৪। ২০০০ সনের সিবিএ নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র প্রদর্শনী-৪।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজ পত্রের বিবরণ

১। দরখাস্তকারীর নিয়োগ পত্র প্রদর্শনী-ক,

২। দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেশন আদেশ প্রদর্শনী-খ,

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ছিলেন কিনা।

দরখাস্তকারী মোঃ আমির আলি প্রতিপক্ষ মিলে মোটা তাঁতী পদে স্থায়ীভাবে ইং ৩১-১০-৯৭ তারিখে নিয়োজিত হন তা প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেননি বরং তাঁদের লিখিত জবাবে স্বীকার করেছেন বিধায় ১ নং বিচার্য বিষয়টি "হ্যাঁ" বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ ভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর মামলা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে। দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নাই। ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৩১-১০-৯৭ইং তারিখে স্থায়ীভাবে মোটা তাঁতী পদে নিয়োগদান করেন। উক্ত স্থায়ী নিয়োগপত্র প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। নিয়োগ অবদি দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে কর্মরত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপঃ-

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যে রূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঃ—

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার২, (২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ বর্তমান চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তাঁর নিয়োগকর্তা মালিক হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন বলে আদালত মনে করেন যে কারণে ইহা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টি 'হ্যাঁ' বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী চাকুরীতে থাকাকালীন সময়ে প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার সাথে জড়িত কি না।

৪নং বিচার্য বিষয় ঃ মালিক প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার কারণে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করেছেন কি না।

৫নং বিচার্য বিষয় ঃ মালিক প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দরখাস্তকারীর চাকুরী অবসান/অপসারণ আদেশ সহজ, সরল ও নির্দোষ প্রকৃতির কি না।

৬নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে হকদার কি না।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ৩, ৪, ৫ ও ৬নং বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য একত্রে গহণ করা হলো।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(২) ধারা অনুসারে দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে এবং দরখাস্তকারীর সাথে প্রতিপক্ষের কোন শত্রুতা নেই। কাজেই দরখাস্তকারীর সার্ভিস মিলে প্রয়োজন না থাকায় তাঁকে বৈধভাবেই চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করা হয়েছে। দরখাস্তকারীর চাকুরী অবসান হওয়ায় তাঁর পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বিধায় তা আর ফেরৎ পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে তাঁর যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, দরখাস্তকারী চাকুরী জীবনের শুরু থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন এবং ২০০০ সনে তিনি সিবিএ নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করেন। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ দরখাস্তকারীর পক্ষে নির্বাচনী মনোনয়ন পত্র যা প্রদর্শনী-৪ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দরখাস্তকারী ইং ১২-১১-২০০১ তারিখে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজ কর্মের জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং ক্ষমতাসীন সিবিএ এর কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে গেট মিটিং করেন এবং ১৪-১১-২০০১ তারিখে বিভাগের লাইন সর্দারের সাথে ঝগড়া হয় এবং উক্ত লাইন সর্দার দরখাস্তকারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করেন। এ বিষয়ে সাধারণ তাঁতীগণ উক্ত লাইন সর্দারের আচরণের নিন্দা করেন এবং মিল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকারের জন্য পিটিশন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। লাইন সর্দার এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন সিবিএ এর নেতাদের স্মরণাপন্ন হন এবং সিবিএ নেতারা বিষয়টি মীমাংসা করে দেবেন আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদেরকে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু সিবিএ নেতাদের সাথে দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন করার কারণে সম্পর্ক ভাল না থাকায় তাঁরা দরখাস্তকারীকে তড়িঘড়ি করে চাকুরী থেকে

টার্মিনেশন করার জন্য প্রতিপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করেন। প্রতিপক্ষ সিবিএ নেতাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে দরখাস্তকারীকে অন্যায়ভাবে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করেন। তিনি আরও বলেন যে ১২-১১-২০০১ তারিখের গেট মিটিং এবং ১৪-১১-২০০১ তারিখে লাইন সর্দারের সাথে ঝগড়ার কারণে দরখাস্তকারীকে ১৪-১১-২০০১ তারিখেই চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করা হয়েছে। এতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে, দরখাস্তকারীর সাথে সিবিএ নেতাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না এবং সিবিএ নেতাদের প্রশ্রয়ে লাইন সর্দার নিজে কাজ না করায় সাধারণ তাঁতীদের কাজে অসুবিধা হইত বিধায় দরখাস্তকারী তাতে-প্রতিবাদ করায় লাইন সর্দার দরখাস্তকারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তা না করে বরং ঐ দিনই দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করা হয়েছে। সুতরাং এ টার্মিনেশন আদেশ সহজ, সরল ও নির্দোষ প্রকৃতির নহে। বরং ইহা টার্মিনেশনের ছদ্মাবরণে প্রকৃত পক্ষে দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয় পক্ষের উপযুক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন যা দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র হতেও প্রমাণ হয়েছে। এভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তর্কিত চাকুরী অবসান আদেশ কোনভাবেই সহজ, সরল ও নির্দোষ প্রকৃতির আদেশ নয়। সে কারণে দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তর্কিত চাকুরীচ্যুতির আদেশ বাতিল করতঃ তাকে পূর্বে পদে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদিসহ পুনর্বহালের আদেশ দেয়া সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। তবে এ মোকদ্দমার সার্বিক ঘটনাবলী বিবেচনা ও পর্যালোচনায় দরখাস্তকারী কোন বকেয়া মজুরী পেতে অধিকারী নহেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতির তারিখ থেকে পুনরায় চাকুরীতে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে বিনা মজুরীতে ছুটি হিসাবে গণ্য করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়াই ন্যায়ানুগ বলে আদালত মনে করেন। এভাবে ৩ হতে ৬নং বিচার্য বিষয়গুলি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে আংশিক মঞ্জুর করা হলো। এ রায় ঘোষণার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে বিনা বকেয়া মজুরীতে তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো। দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেশন আদেশ নং শ্রম-১৬৩০/২০০১ তারিখ ১৪-১১-২০০১ এতদ্বারা রদ ও রহিত করা গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-১৭/২০০২।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন,

২। জনাব হাফিজুর রহমান,

মোঃ আলী আকবর খান, পিতা মৃত আবুল কাশেম খান, সাং উত্তর আশিকাঠি, থানা চাঁদপুর, জেলা চাঁদপুর, পোঃ আফরা বাজার, থানা+জেলা রাজবাড়ী—বাদী।

বনাম

এ্যাজাক্স জুট মিলস লিঃ, পক্ষে নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প প্রধান), সাং মিরের ডাংগা, থানা খানজাহান আলি, জেলা খুলনা—বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৬-২০০৩ খ্রিঃ

রায়ের তারিখ ঃ ০২-০৭-২০০৩ খ্রিঃ

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (খ) ধারা এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

বাদী ৬-২-৬৭ ইং তারিখে বিবাদী মিলে টালী ক্লার্ক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন। বাদীর সার্ভিস রেকর্ড পরিচ্ছন্ন ছিল। তাঁর কাজ কর্মে কখনও বিবাদী পক্ষের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি। বাদী অত্যন্ত সুনামের সাথে চাকুরী করাকালীন ৬-৫-৯৫ তারিখের পত্র সূত্র নং এ্যাজাক্স/এডমিন/কন-৮/২০০৬ এর দ্বারা বাদী চাকুরী হতে বিবাদী পক্ষ টার্মিনেশন করেন। বাদী ৬-২-৬৭ তারিখ থেকে ৯-৫-৯৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৮ বৎসর চাকুরী করার কারনে তিনি ৫৬ মাসের গ্র্যাচুইটি এবং নোটিশ পে বাবদ ৪ মাসের বেতনসহ মোট ৬০ মাসের বেতনের সম পরিমাণ টাকা গ্র্যাচুইটি হিসাবে পাবেন। বাদী টার্মিনেশন পত্রের নির্দেশনা হতে বিভাগ হতে ছাড় পত্র সংগ্রহ করে বিবাদীর দপ্তরে জমা দিয়ে পাওনাদি পরিশোধের আবেদন করলে বিবাদী পক্ষ আজ কাল করে ঘুরাতে থাকেন। তবে বাদীর সর্বশেষ পাওনার হিসাব ২,০৬,০০০ টাকা মর্মে ভাউচার ও লেজারে লিপিবদ্ধ করে বাদীকে তা প্রদর্শন করা হয়েছে। অবশেষে ৩-৩-২০০২ তারিখে বাদী বিবাদীর দপ্তরে যেয়ে টার্মিনেশন বেনিফিট দাবী

করলে বিবাদী তা প্রদান করতে অস্বীকার করেন যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। বাদী এতে সংক্ষুব্দ হয়ে ১৯৬৫ সনের ২৫(১)(ক) ধারামতে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ৬-৩-২০০২ তারিখে বিবাদী বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত গ্রিভেন্স শেষে আইনানুগ সময়ের মধ্যে বাদীর গ্রিভেন্স নিরূপণ না করায় বাদী নিরুপায় হয়ে এ মোকদ্দমা দায়ের করে বাদীর গ্র্যাচ্যুইটি এবং নোটিশ পেসহ টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ মোট ২,০৬,০০০ টাকা পরিশোধের জন্য বিবাদীকে আদেশ দেয়ার প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর উক্তিসমূহ অস্বীকার করেছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, বাদী বিবাদীর অধীনে মোট ২৮ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন চাকুরী করেছেন। তাঁকে বৈধভাবে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করা হয়েছে। তিনি ২৮ বৎসর চাকুরীর জন্য ২৮ মাসের গ্রাচ্যুটি এবং নোটিশ পে বাবদ ১২০ দিনের বেতন পেতে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাদী ছাড়পত্র সংগ্রহ করে যথা সময়ে মিলের হিসাব বিভাগে না আসায় তাঁর মোকদ্দমা তামাদি বারিত হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর চাকুরীর জন্য দুমাসের গ্রাচুইটি পেতে পারেন না এবং বাদীকে ২,০৬,০০০ টাকা পাওনার হিসাব দেখানোর কথা অস্বীকার করেছেন। বিবাদী পক্ষ লিখিত আপত্তিতে উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৮ সন হতে বিবাদী মিলটি বন্ধ ছিল। অতঃপর মিল কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এর পারস্পারিক আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার প্রেক্ষিতে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে মিলটি পুনরায় চালু হয়েছে। মিলের শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাদি ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করা হচ্ছে। নানান অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করে তিনি মিলের আর্থিক অনটনের দিক তুলে ধরেছেন। সিবিএ এর সাথে চুক্তির শর্তানুসারে মিলের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কোন পাওনাদি পরিশোধ করা হবে না এবং তা বাদী জেনে শুনে অন্যায়ভাবে এ মোকদ্দমা করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর পাওনাদি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাননি বরং বাদী মামলার কারণ উদ্ভবের জন্য অস্বীকৃতির একটি কাল্পনিক তারিখ হিসাবে ৩-৩-২০০২ তারিখ উল্লেখ করেছেন। স্বীকৃতি, সম্মতি ও স্বীয় কার্যাচরণ হেতু এ মোকদ্দমা অচল দাবী করে তিনি মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

উভয় পক্ষ নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকেন। বিবাদী পক্ষ কোন দালিলীকি সাক্ষ্য আদালতে পেশ করেননি। বাদী পক্ষ তাঁর মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ-

১। বিবাদী পক্ষের দেয়া পত্র সূত্র নং এ্যাজাক্স/এডমিন/কন-৮/২০০৬ তারিখ ৬-৫-৯৫ ইং (ফটোষ্ট্যাট কপি)।

২। বাদী কর্তৃক দেয়া গ্রিভেন্স পিটিশনের কপি তারিখ ৬-৩-২০০২ ইং ।

৩। বিবাদী পক্ষের পত্র সূত্র নং কে, এল, এন/এস, এফ-১৭/২২৫/৬৭ তাং ২৮-২-৬৭ ইং।

৪। বিবাদী পক্ষের পত্র সূত্র নং এ্যাজাক্স/এডমিন/কন-৩/৪৩৩ তারিখ ২৫-৮-৯৪ ইং।

৫। দরখাস্তকারীর একখানা দরখাস্তের অনুলিপি তারিখ (বিভিন্ন তারিখের) ৫ পাতা।

৬। বিবাদী পক্ষের দেয়া পত্র সূত্র নং এ্যাজাক্স/এডমিন-৬/২৮৭ তাং ২৬-৮-৯৫ ইং।

৭। মহসিন জুট মিলের পত্র সূত্র নং মজুরী/শ্রম-২৯/২০০২/১২৮১ তারিখ ১-২-২০০২ ইং।

৮। পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং মন্ত্রী/পাট/৮৯/৩১২ তারিখ ২৩-৯-৮৯ ইং।

মৌখিক সাক্ষ্য ব্যতিরেকে বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তি-তর্কের উপর ভিত্তি করে এ মামলার বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রহণ করা হলো।

বিচার্য বিষয়

১। বাদী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি না।

২। বাদীর প্রার্থনা মতে গ্র্যাচুইটি, নোটিশ পেসহ টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ২,০৬,০০০ টাকা প্রদানের আদেশ পেতে অধিকারী কি না।

৩। বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয়-১ ঃ বাদী প্রতিপক্ষ/বিবাদী মিলের শ্রমিক কি না।

বাদী নিজেকে বিবাদী জুট মিলের টালী ক্লার্ক পদে নিয়োজিত শ্রমিক দাবী করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন এবং বিবাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাবে বাদী যে বিবাদী মিলের শ্রমিক ছিলেন তা স্বীকার করেছেন। এ কারনে ১ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয়-২ ঃ বাদী প্রার্থনা গ্রাচ্যুইটি, মতে নোটিশ পেসহ টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ২,০৬,০০০ টাকা প্রদানের আদেশ পেতে অধিকারী কি না।

বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ৬-২-৬৭ ইং তারিখে বিবাদী মিলে টালী ক্লার্ক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং বিবাদী মিলের ৬-৫-৯৫ ইং তারিখের পত্র দ্বারা ৯-৫-৯৫ তারিখ হতে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন হন। যে কারনে বিবাদী মিলে বাদীর মোট চাকুরীর বয়স দাঁড়ায় ২৮ বছর ৩ মাস ৩ দিন। বাদী গ্রাচ্যুইটি বাবদ ২৮ বছর চাকুরী করায় প্রতি বছর চাকুরীর জন্য দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা অর্থ্যাৎ ২৮×২=৫৬ মাসের বেতনসহ টার্মিনেশন বাবদ নোটিশ পে চার মাসের বেতন মোট ৬০ (ষাট) মাসের বেতন পেতে অধিকারী মর্মে দাবী করে তা পরিশোধের জন্য বিবাদীকে আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন। বাদীর মূল বেতন ছিল ৩৪০৫ টাকা।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষ বাদীর দাবীকৃত বছর প্রতি দুটি গ্রাচ্যুইটির স্থলে বছর প্রতি ১ টি গ্রাচ্যুইটিসহ টার্মিনেশন বেনিফিট পরিশোধ করতে সম্মত আছেন। এ অবস্থায় দেখা যায় যে, বছর প্রতি এক মাসের গ্রাচ্যুইটিসহ টার্মিনেশন বেনিফিট এর বিষয়ে বাদী প্রতিপক্ষের স্বীকৃত মতে প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী। এ বিষয়ে বাদীকে ভিন্নভাবে তাঁর মোকদ্দমা প্রমাণের আর প্রয়োজন হয় না, যেহেতু বিবাদী পক্ষ উপরোল্লিখিত বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে বছর প্রতি আরও এক মাসের গ্রাচ্যুইটি বাদী পাবেন কি না এ বিষয়টি কেবল মাত্র এ আদালতে বিচার নিষ্পত্তির অপেক্ষা রাখে। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য বাদী পক্ষ বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের সাথে বিবাদী মিলের বর্তমান মালিকদের সম্পাদিত চুক্তির ফটোকপি আদালতে দাখিল করেন। উক্ত চুক্তিনামার ২৩নং প্যারার প্রতি বাদী পক্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত প্যারায় উল্লেখ আছে যে, Officers, Members of the Staff etc.—The Company shall allow all officers, members of the Staff and workers in the Company's employment and also such other officers'and members of the staff for the time being in the pay roll of the Company on the date of transfer of the management of the company to continue in service and shall also take over all the Company's or, as the case may be, other employers' liabilities in respect of the service benefits of these officers, members of the staff and workers. The Company shall also take over such number of officers and members of the staff of the Bangladesh Jute Mills Corporation as may be determined by the Govt. and also shall take over all the corporation liabilities in respect of the service benefits of such officers and members of the staff."

এ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট মিলে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে প্রচলিত চাকুরীর সুবিধাদি পরিশোধের বিষয় উল্লেখ আছে। এখন দেখার বিষয় জুট মিলে চাকুরীর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটির বিষয়ে কি নিয়ম প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী উল্লেখ করেন যে, বিবাদী মিলে ইং ২৬-৯-৯৫ তারিখে ইস্যুকৃত এ্যাজাক্স/এডমিন-৬/২৮৭ মেমোরানডামে দুই মাসের গ্রাচ্যুইটি প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইং ১৬-২-২০০২ তারিখের দপ্তর নির্দেশের মধ্যে জনৈক শ্রমিক মোঃ নূরুল ইসলাম, শ্রম নং ২০৯৬, পদবী ড্রইং ফিডার, বিভাগ প্রিপিয়ারিং, পালা 'খ' কে বছর প্রতি দুই মাস করে গ্রাচ্যুইটি প্রদানের বিষয় উল্লেখ আছে। উক্ত দুইটি আদেশের ফটোকপি মার্ক 'এক্স' ও 'ওয়াই' চিহ্নিত করা হয়েছে। এ মামলার বিবাদী পক্ষ উক্ত মার্ক 'এক্স' ও 'ওয়াই' এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি বরং এর পরিণতি অনুযায়ী মামলার বিচার নিষ্পত্তি কামনা করেছেন। এ অবস্থায় এ আদালত মনে করেন যে, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বিবাদীর নিকট বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী। এ কারণে এই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে বিবাদী মিলে শ্রমিক/কর্মচারীগণকে বছর প্রতি দুই মাসের মজুরীর সমপরিমাণ গ্রাচ্যুইটি প্রদান করেছেন। কাজেই বাদী ও তাঁর চাকুরী মেয়াদে বছর প্রতি দুই মাসের মজুরীর সমপরিমাণ টাকা গ্রাচ্যুইটি এবং বাদীর চাকুরী টার্মিনেশন বাবদ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে নোটিশ পে বাবদ ১২০ দিনের মজুরী পেতে অধিকারী। যে কারনে বাদী ২৮×২=৫৬+৪=৬০ মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা বিবাদীর নিকট পেতে অধিকারী। উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত মতে বাদীর মূল বেতন ছিল ৩৪০৫ টাকা। কাজেই ৩৪০৫×৬০=২,০৪,৩০০ টাকা বাদীর মোট পাওনা দাঁড়ায় যা বিবাদী পক্ষকে বাদীকে প্রদানের জন্য আদেশ দেয়া যেতে পারে। এভাবে ২নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য কি না।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দুইটি বাদীর পক্ষে গৃহীত হয়েছে। এ কারণে বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুর যোগ্য। এভাবে ৩নং বিচার্য বিষয়টিও বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এ মামলাটি দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর ২৮ বছর চাকুরীর জন্য বছর প্রতি দুই মাস হিসাবে ৫৬ মাস ও নোটিশ পে বাবদ ৪ মাস মোট ৬০ মাসের বেতন বাবদ ২,০৪,৩০০ (দুই লক্ষ চার হাজার তিন শত) টাকা এ রায় ঘোষণার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বাদীকে প্রদানের জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথামত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কর্যালয়, শ্রম আদালত, খালনা

মোকদ্দমা নং সি-১২/২০০৩

উপস্থিতি ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ১। জনাব সাইদুজ্জামান

২। জনাব সর্দার মোতাহার উদ্দিন,

নুরুল ইসলাম, পিতা মৃত দাদন আলি হাওলাদার, সাং রূপধন, পোঃ কাকচিড়া, থানা পাথরঘাট, জেলা বরগুনা।—দরখাস্তকারী

বনাম

ইষ্টার্ন জুট মিলস লিঃ, পক্ষে প্রকল্প প্রধান, সাং ও পোঃ আটরা, জেলা খুলনা প্রতিপক্ষ

দরখাস্তকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির নামঃ জনাব এস, এ মহসিন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইজীবির নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ০২-০৯-২০০৩ খ্রিঃ/২৫-৫-১৪১০ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ১৩ই সেপ্টেম্ব ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ/২৯শে ভাদ্র ১৪১০ বংগাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা মতে একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী তার নিবেদন হলো যে, তিনি ১৯৬৫ সনে তৎকালীন বরিশাল জেলা বর্তমানে বরগুনা জেলাধীন বামনা নামক স্থানে অবস্থিত সরওয়ার জান উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। স্কুলে ভর্তির সময়ে দরখাস্তকারীর পিতা জীবিত ছিলেন এবং স্কুর কর্তপক্ষ দরখাস্তকারীর পিতার নিকট থেকে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ জ্ঞাত হয়ে তা স্কুলের ভর্তি রেজিষ্টারে লিপি বদ্ধ রাখেন। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য দরখাস্তকারীর দরখাস্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত ভর্তি রেজিষ্টার অনুযায়ী দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখের ঘর পূরণ করেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইস্যূকত্ প্রবেশ পত্রের উপর অন্যান্য তথ্যাদির সাথে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখও লিপিদ্ধ থাকে। দরখাস্তকারী এই প্রবেশ পত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং উত্তীর্ণ হন। এস, এস, সি সনদে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ৩০-০৩-১৯৪৯ লিপিদ্ধ হয়। দরখাস্তকারীর সনদপত্রের ক্রমিক নং ১২৮৮২ এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার অনেক পরে সনদ পত্র প্রস্তুত করেন। দরখাস্তকারী প্রবেশ পত্র লিখিত জন্ম তারিখের প্রতি আদৌ খেয়াল করেননি। দরখাস্তকারীর ইত্যবসরে প্রতিপক্ষ মিলে তাঁতী পদে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তাঁতী

পদটি একটি শ্রমিক শ্রেণীর পদ। এতে শিক্ষগত যোগ্যতার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁতী পদে নিয়োগের সময় দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ অনুমানের ভিত্তিতে ৭-৬-৪৬ লিখিত মর্মে জানা হয়। দরখাস্তকারী যে সময় তাঁতী পদে নিয়োজিত থাকার কোন বয়স সীমা নির্দিষ্ট ছিলনা। একজন শ্রমিক কার্যক্ষম থাকা পর্যন্ত চাকুরীতে নিয়োজিত থাকতেন। যে কারণে দরখাস্তকারী তার সঠিক জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধের বিষয়ে আগ্রহী থাকেন না। পরবর্তীতে বিবাদী কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারী এস, এস, সি পাশ জানতে পেরে তাকে রিলিভিং করণীক পদে নিয়োগ করেন এবং তথা হতে দরখাস্তকারীকে টাইম কীপার পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্টায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। এখানে ৫৭ বছর পর্যন্ত চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার বিধান পাশ হয়। এরপর দরখাস্তকারী তার এস, এস, সি সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে প্রতিপক্ষের হেফাজতে সংরক্ষিত দরখাস্তকারীর সার্ভিস বহিতে সন্নিবেশিত করার জন্য ১০ বৎসরাধিকাল ধরে প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করতে থাকেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে তার জন্ম তারিখ সংশোধনের অশ্বাস মতে উহা সংশোধন করেন না। দরখাস্তকারী ১৫-০৩-২০০৩ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর একটি দরখাস্ত দাখিল করেন এবং উক্ত দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ১৫-০৩-২০০৩ তারিখের মধ্যে সংশোধন না করিলে দরখাস্তকারী ধরে নিবেন যে, ঐ তারিখে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর সঠিক জন্ম তারিখ লিপিদ্ধ করতে অস্বীকার করেছেন। দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মতে প্রতিপক্ষ আদেশ প্রদান করেন না। ফলে তিনি ব্যথিত ও ক্ষুব্দ হয়ে ১৬-০৩-২০০৩ তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিঃ ডাকযোগে গ্রিভিন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভেন্স নিরসন না করায় দরখাস্তকারী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে এস, এস, সি সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ অনুসারে অথবা ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা দরখাস্তকারীর সঠিক জন্ম নির্ধারণ করতঃ সার্ভিস বহিতে রক্ষিত জন্ম তারিখ সংশোধন করে নিতে প্রতিপক্ষ আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করে দরখাস্তকারীর সমূদয় অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুসারে নিবেদন হলো যে, দরখাস্তকারী ১৮-১২-৬৭ তারিখে তাঁতী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ঐ সময়ে তিনি নাম, পিতার নামসহ অন্যান্য তথ্যাবলী প্রদান করলেও তার জন্ম তারিখ প্রদান করেন নাই। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর ৬-৬-৭২ তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ২৪-৮-৭২ তারিখের পত্রদ্বারা তাকে রিলিভিং ক্লার্ক পদে নিয়োগ করেন এবং ৭-৬-৭৫ তারিখে দরখাস্তকারীর স্বহস্তে নিজ জীবন বৃত্তান্ত ফরম পূরণ করেছন যা পুলিশ কর্তৃক ভেরিফাইড হয়। উক্ত ফরমে দরখাস্তকারী নিজের বয়স ২৯ বছর বলে উল্লেক করেন এবং এ হিসাবে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ নির্ধারণ করা হয় ৭-৬-৪৬ ইং যে কারণে ৭-৬-২০০৩ তারিখে দরখাস্তকারীর বয়স ৫৭ বছর পুর্তিতে তিনি অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু দরখাস্তকারী তার এস, এস, সি এর সনদ পত্রের ফটোষ্টাট কপি দাখিল করে তাতে উল্লিখিত তার জন্ম তারিখ পূর্বে লিখিত ৭-৬-৪৬ ইং তারিখের স্থলে ৩০-৩-৪৯ ইং করার জন্য আবেদন করেন। চাকুরীতে যোগদানের সময় দরখাস্তকারী এস, এস, সি এর সার্টিফিকেট জমা দেন নাই। দরখাস্তকারী স্বহস্তে লিখিত তার নিজ বয়সকে উপক্ষো করতে পারেন না। দরখাস্তকারীর দাবী বে-আইনী। তার এ দাবী গ্রহণ করলে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে। ৫৭ বছর বয়স পুর্তিতে নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণ ব্যতীত অতিরিক্ত মেয়াদে দরখাস্তকারী চাকুরীতে বহাল থাকলে কিংবা প্রতিপক্ষ তাকে বহাল রাখতে পারেন না। বিজেএমসি এর নির্দেশনা মতে কর্মচারীর প্রথম ঘোষিত জন্ম তারিখ/বয়স পরে আর পরিবর্তনের কোন সুযোগ নাই। কাজেই দরখাস্তকারীর দাবী আইন ও রীতি বিরুদ্ধে হওয়ায় তিনি এ মামলায় কোন প্রতিকার পাবেন না । পরিশেষে মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারীর শ্রমিক কি না।

২। দরখাস্তকারীর বিতর্কিত জন্ম তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজ পত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে এক মত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবল মাত্র স্ব-স্ব মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সম্মূখে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ ১ দরখাস্তকারী শ্রমিক কিনা।

দরখাস্তকারী নুরুল ইসলাম প্রতিপক্ষের অধীনে টাইম কীপার পদে নিয়োজিত একজন কর্মচারী তা প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেননি এবং স্বীকার করেছেন বিধায় ১ নং বিচার্য বিষয়টি 'হ্যাঁ' বোধক হিসাবে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ২ ও ৩ যথাক্রমেঃ—দরখাস্তকারীর বিতর্কিত জন্ম সাল কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত এবং দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ২ ও ৩ নং বিচার্য বিষয় দুটি আলোচনা ও পর্যলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

দরখাস্তকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তি প্রদর্শনকালে দরখাস্তকারীর মামলাটি আদালতে তুলে ধরে বলেন যে, দরখাস্তকারীর পিতা তাকে নিয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং তার সঠিক জন্ম তারিখ স্কুলে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করান। এস, এস,সি পরীক্ষার ফরম পুরণের সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকৃত উক্ত জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করে তাতে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর করিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করেন এবং তদনুসারে যশোর বোর্ড দরখাস্তকারীর নামে পরীক্ষার অংশ গ্রহণের জন্য প্রবেশ পত্র ইস্যু করেন। প্রবেশ পত্রে অন্যান্য তথ্যাদির সাথে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখও লিপিবদ্ধ থাকলেও দরখাস্তকারীর তা কোন খেয়াল করেননি। দরখাস্তকারীর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এস, এস, সি পরীক্ষা পাশ করেন। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এস, এস, সি এর সার্টিফিকেট অনেক পরে লেখেন। ইতাবসরে দরখাস্তকারীর প্রতিপক্ষ মিলে তাঁতী পদের চাকুরীরতে যোগদান করেন এবং এ পদের চাকুরীতে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়,না। এ পদটি একটি শ্রমিক শ্রেণীর পদ বিধায় চাকুরীতে যোগদানের সময় জন্ম তারিখ বা সঠিক বয়স নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়নি এবং দরখাস্তকারীও এ বিষয়ে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। কেননা শ্রমিক পদের চাকুরীতে যোগদানের সে সময় বয়সকে তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না, যেহেতু শ্রমিকগণ কার্যক্ষম থাকা পর্যন্ত চাকুরীতে বহলা থাকতে পারতেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এস, এস, সি পাশের বিষয়

অবহিত হলে দরখাস্তকারীকে ৬-৬৭২ তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ২৪-৮-৭২ তারিখে শ্রমিক পদের চাকুরী থেকে রিলিভিং ক্লার্ক পদে নিয়োগ করেন এবং পরবর্তীতে তাকে টাইম কীপার পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। ইতিমধ্যে শ্রমিক/কর্মচারীদের অবসর প্রদান সংক্রান্ত বিধি বিধান বলবৎ করা হয়। এ সময় দরখাস্তকারী চাকুরীতে সঠিক জন্ম তারিখ বা বয়স লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেন এবং পূর্বে প্রদত্ত অনুমান ভিত্তিক জন্ম তারিখ সংশোধন করে তদস্থলে এস, এস, সি সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তা আমলে এনে দরখাস্তকারীর সঠিক জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করতে আশ্বাস দিয়েও পরে তালবাহানা করতে থাকেন। এ কারণে দরখাস্তকারী বিরুদ্ধ হন এবং পরিশেষে প্রতিপক্ষ বরাবরে গ্রিভেন্স পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তার গ্রিভেন্স নিরসন করেননি। যে কারণে দরখাস্তকারী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে তার সঠিক জন্ম তারিখ অনুসারে অবসর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করা হয়েছে ঃ—

১। এস, এস, সি এর সনদ পত্র প্রদর্শনী-১,

২। এস, এস, সি এর প্রবেশ পত্র প্রদর্শনী-২,

৩। জন্ম তারিখ নির্ধারণ পত্র প্রদর্শনী-৩,

৪। ডাক রশিদ প্রদর্শনী-৪,

৫। দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রদর্শনী-৫,

৬। পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী-৬,

৭। জন্ম তারিখ নির্ধারণ পত্র প্রদর্শনী-৭, (আঃ রাজ্জাকের)

৮। জন্ম তারিখ নির্ধারণ পত্র প্রদর্শনী-৮

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি তাঁর যুক্তি উপস্থাপন কালে বলেন যে, দরখাস্তকারীকে গত ১৮-১২-৬৭ তারিখে তাঁতী পদে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি চাকুরীতে যোগদানের সময় অন্যান্য তথ্যাদির সাথে তার জন্ম তারিখ বা বয়সের তথ্য প্রদান করেননি। পরবর্তীতে তার ৬-৬-৭২ তরিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ২৪-৮-৭২ তারিখে তাকে রিলিভিং ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা হয় এবং ৭-৬-৭৫ তারিখে দরখাস্তকারী তার নিজের জীবন বৃত্তান্ত দাখিল করে সেখানে তিনি তার বয়স ২৯ বছর বলে উল্লেখ করেন এবং এর ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর পুলিশ ভেরিফিকেশন করানো হয়। দরখাস্তকারীর দেয়া বয়সের ভিত্তিতে তার বয়স ৭-৬-২০০৩ তারিখে ৫৭ বছর পূর্তিতে তিনি অবসর যেতে বাধ্য। কিন্তু তৎপরিবর্তে দরখাস্তকারী তার এস,এস, সি সনদের ফটোষ্টাট কপি দাখিল করে উহাতে উল্লিখিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে পূর্বে দেয়া জন্ম তারিখ সংশোধন করার আবেদন করেন যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন।

প্রতিপক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেছেন ঃ-

১। এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রদর্শনী-ক,

২। পুলিশ তদন্তের ফরম প্রদর্শনী-খ,

এ পর্যায়ে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, প্রথমে দরখাস্তকারী তার বয়স কোন তথ্যের উপর ভিত্তি না করে কেবল মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টিতে অতি গুরুত্ব প্রদান না করে অনুমানের উপর নির্ভর করে নিজ বয়স প্রদান করেন এবং তার উক্ত জন্ম তারিখ/বয়স দেয়া সঠিক হয়নি বিধায় সঠিক জন্ম তারিখ বা বয়স লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় জন্ম তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এস, এস, সি সনদ পত্রের কপি দাখিল করে তাতে উল্লেখিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে তার বয়স নির্ধারণের প্রার্থণা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তাকারীর অনুমান ভিত্তিতে দেয়া বয়সকে তার সঠিক বয়স গণ্যে একই দরখাস্তকারীর দেয়া তার এস,এস,সি সনদের মধ্যে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন। তিনি আরও বলেন যে, দরখাস্তকারীকে শ্রমিক পদের চাকুরীতে নিয়োগের সময় থেকে তাকে ক্লার্ক পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান পর্যন্ত দরখাস্তকারী এবং প্রতিপক্ষ কেহই দরখাস্তকারীর সঠিক বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দরখাস্তকারী শ্রমিক পদে চাকুরী কর কালীন তিনি এস,এস, সি পাশ তা প্রতিপক্ষকে অবহিত করার পর তাকে ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা হয়। অথচ উক্ত এস, এস, সি পাশের ভিত্তিতে নিয়োগ দিলেও তাতে উল্লেখিত দরখাস্তকরীর জন্ম তারিখকে প্রতিপক্ষ কোন গুরুত্ব দেন নি। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এস, এস, সি পাশের সনদ জমা না নিয়ে তাতে উল্লেখিত জন্ম তারিখ অনুসারে দরখাস্তকারীর বয়স নির্ধারণ না করে স্বীয় দায়িত্বে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে এরুপ একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবি দরখাস্তকারীর এস, এস, সি সনদ পত্র আদালতে দাখিল করে এতে উল্লেখিত দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এ সনদ পত্র সঠিক নয় মর্মে দাবী করেন এবং এটিকে জাল বলে উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে আদালত প্রতিপক্ষের উক্তরুপ দাবীর প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর এস,এস,সি সনদের সঠিকতা যাঁচায়ের জন্য সার্টিফিকেট এর ফটোষ্টাট কপি যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে তাঁদের প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশ দিলে যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত সনদ পত্র সঠিক মর্মে প্রত্যয়ন করেন এবং তা আদালতে দাখিল করেছেন। কাজেই দরখাস্তকারীর সঠিক জন্ম তারিখ নির্ধারণে দরখাস্তকারীর এস,এস,সি সনদকে একটি নির্ভরযোগ্য দলিল বলে গ্রহণ করা যায়। এছাড়া দরখাস্তকারীর সঠিক বয়স নির্ধারণের জন্য আর কোন নির্ভরযোগ্য দালিলিক সাক্ষ্য কোন পক্ষই উপস্থাপন করেননি।

উভয় পক্ষের আরজি-জবাব, উপস্থাপিন যুক্তি ও দাখিলী কাজগ পত্র পর্যালোচনা করা হলো। প্রথম থেকেই দরখাস্তকারী তার বয়সের সঠিক তথ্য প্রদানে যত্নবান ছিলেন না প্রতীয়মান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবি এ মর্মে ব্যাখা দিয়েছেন যে, দরখাস্তকারীর চাকুরী গ্রহণের সময় চাকুরীতে বহাল থাকার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমা ছিলনা। শারীরিকভাবে কার্যক্ষম থাকা পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল থাকার নিয়ম ছিল বলে দরখাস্তাকারী চাকুরী গ্রহণের সময় বয়সের সঠিক তথ্য প্রদানের উপর তেমন বিশেষ কোন গুরত্ব আরোপ করেন নি। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাবের মধ্যে

দেখা যায় যে, শ্রমিক/কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত বয়স সম্পর্কে জটিলতা নিরসনকল্পে বিজেএমসি থেকে পত্র সূত্র নং কস-৪৮/অবসর /৯৪/৬১২, তারিখ ২৯-১২-৯৪ জারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ কাজেই পূর্বে এ বিষয়ে যে সঠিক দিক নির্দেশনা ছিলনা দরখাস্তকারীর এ বক্তব্য এ দ্বারা সমর্থিত। তাছাড়া দরখাস্তকারী চাকুরী লাভের সময় তার বয়স সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন নি প্রতিপক্ষের এ বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। কেননা চাকুরী দাতা চাকুরীদের সঠিক জন্ম তারিখ বা বয়স সার্ভিস রেকর্ডে সংরক্ষণ করবেন এটাই নিয়ম এবং দরখাস্তকারীকে তার বয়স সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে বাধ্য করতে পারেন। এমন কি দরখাস্তকারী এস, এস, সি পাশ জেনে প্রতিপক্ষ তাকে রিলিভিং ক্লার্ক পদ থেকে টাইম কীপার পদে পদোন্নতি প্রদান করেছেন। অথচ তার সার্ভিস রেকর্ডে এস.এস.সি পাশের কোন দলিল সংরক্ষণ কিংবা এ সময়ও দরখাস্তকারীর সঠিক বয়সের তথ্য গ্রহণের বা সংরক্ষণের কোন চেষ্টা প্রতিপক্ষ গ্রহণ করেন নি যা প্রতিপক্ষের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচরী বা কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে। দরখাস্তকারীর বয়স নির্ধারণের শুরু থেকেই অনুমান ভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। শ্রমিক পদ থেকে করনীক পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেখানে এস,এস, সি পাশের উপর নির্ভর করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর বয়স নির্ধারণ করা প্রতিপক্ষের উচিৎ ছিল বলে আদালত মনে করেন। প্রদর্শনী-৭ ও প্রদর্শনী-৮ হতে দেখা যায় প্রতিপক্ষ মিল ইতিপূর্বে এরুপ জটিলতা নিরসনে এস,এস, সি সনদের উপরই নির্ভর করে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এস,এস,সি পাশ সকল চাকুরের বয়স নির্ধারণে তার এস,এস,সি পাশ সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করা হয় এবং বর্তমানে ইহাই বিধি সম্মত নিয়ম হিসাবে প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী যেহেতু একজন এস,এস,সি পাশ কর্মচারী। কাজেই কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দালিলিক সাক্ষ্য ব্যতিরেকে দরখাস্তকারীর বয়স নির্ধারণে তার এস,এস,সি সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে সঠিকরুপে গণ্য করার আবেদনকে অগ্রাহ্য করে প্রতিপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আদালত মনে করেন। এক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের স্বার্থে দরখাস্তকারীর বয়স নির্ধারণে তার এস, এস, সি সনদকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বিধি মোতাবেক চাকরী থেকে অবসর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশদান করাই আদালত সমীচীন ও ন্যায়ানুগ বলে মনে করেন । এভাবে ২ ও ৩ নং বিচার্য বিষয় ২টি নিস্পত্তি করা গেল। এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকার বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব ,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো।

দরখাস্তকারীর সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট উল্লেখিত দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ৩০ মার্চ, ১৯৪৯ গণ্যে তার চাকুরী হ'তে অবসর প্রদানের তারিখ ধার্য করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
শ্রম আদালত,খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-১৫/২০০৩।

উপস্থিতঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যঃ ১। জনাব শেখ আলাউদ্দিন আল-আজাদ মিলন।

মোঃ রুস্তম আলী, পিতা চান মিয়া, জোয়ার্দার,
সাং- নাপিতখালী, থানা মঠবাড়িয়া,
জেলা পিরোজপুর।—বাদী।

বনাম

ষ্টার জুট মিলস লিঃ, পক্ষে- উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সাং চন্দনীমহল, পোঃ চন্দনীমহল,
থানা দিঘলিয়া, জেলা খুলনা।—বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব মোঃ বাচু মিয়া।

বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ২-৯-২০০৩ খ্রিঃ

রায়ের তারিখ ঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ / ২৬শে ভাদ্র ১৪১০ বংগাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি মোকদ্দমা।

বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তিনি নিবেদন করেন যে, তিনি ১৪-০৫-৪৭ তারিখে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া থানাধীন নাপিতখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং গ্রামের স্কুলে সামান্য লেখাপড়া করে অভাব অনাটনের জন্য পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। বাদীকে ২৯-৬-৬৭ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষের ২নং মিলের স্পিনিং বিভাগের 'খ' পালায় নিয়োজিত করা হয়। চাকুরীতে নিয়োগের সময় বিবাদী মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তার জিজ্ঞাসাবাদের বাদীল বয়স/জন্ম সাল ১৪-৫-৪৭ মৌখিকভাবে জানালে তা বাদীর সম্মুখেই লিপিবদ্ধ করা হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে বাদীর স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। এছাড়া একখানা ছাপানো ও অপুরণকৃত রেকর্ড ফোল্ডারের কভার পাতায় বাদীল নিকট থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ

করা হয় এবং অপূরণকৃত ঘরগুলি পুরণ করা হবে বলে জানালে বাদী সরল বিশ্বাসে উহাতে স্বাক্ষর দেন। বাদীর কাজে বিবাদী পক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে ২০০৩ সালে লাইন সর্দার পদে তাঁকে পদোন্নতি দেয়া হয়। তাঁর সার্ভিস রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বাদীর স্থায়ী নিয়োগের সময় নিয়োগের কিছুদিন পর বিবাদী মিলের ডাক্তার তাঁকে মেডিকেল চেক আপ করেন এবং তাঁর বয়স ২০ বছর এবং জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৭ সাল লেখেন এবং এ হিসাব মতে বাদীর ১৪-৫-২০০৭ সালে অবসর গ্রহণের কথা কিন্তু বাদী জানতে পারেন যে, তাঁকে ২০০৩ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করানো হবে যা বে-আইনী বলে বাদী দাবী করেছেন। বাদীর দেয়া তাঁর জন্ম তারিখ না লিখে বিবাদীর ক্লার্ক তদারকী করে বাদীর জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৭ এর স্থলে জন্ম সাল '১৯৪৩' লিপিবদ্ধ করেছেন যা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। তাই তিনি চাকুরীতে নিয়োগের সময় সার্ভিস ফোল্ডারে বা সার্ভিস বহিতে ডাক্তার কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত বয়সকে বাদীর সঠিক বয়স গণ্যে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা করতে আবেদন করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তা না করায় বাদী বিবাদী বরাবর একটি গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় বাদী এ মোকদ্দমা দায়ের করে তাঁর জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৩ এর স্থলে ১৪-৫-৪৭ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিবাদীর প্রতি আদেশ দানের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিবাদীর লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, বিবাদী মিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। যে কারণে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ইহা রক্ষনীয় নহে। কেননা বাদী এ আদালত হতে তাঁর পক্ষে রায় পেলেও তা এ বিবাদী পক্ষ কার্যকর করতে পারবেন না। এজন্য বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ঢাকাকে মূল প্রতিপক্ষ করে এ মামলা ২য় শ্রম আদালত, ঢাকায় দাখিল ভিন্ন এ মোকদ্দমা এ আদালতে চলতে পারে না। ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, বাদী ২৯-৬-৬৭ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং নিয়োগকালীন সময়ে বাদীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর জন্ম তারিখ বিবাদী পক্ষের ক্লার্ক ১৪-৫-৪৩ লিপিবদ্ধ করেন এবং এর ভিত্তিতে বাদীকে সঠিকভাবেই ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে তাঁকে অবসর প্রদান করানো হয়েছে। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদীকে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে নিয়োজত রেখে তাঁকে আর্থিক সুবিধাদি দেয়া বিবাদী পক্ষে উচিত হবে না।১৯৯৪ সালের পাবলিক কর্পোরেশন এ্যাক্ট প্রণীত হবার পর মিলের শ্রমিকগণ অতিরিক্ত মেয়াদে অবৈধভাবে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার জন্য চেষ্টা করতে থাকে যে কারণে বিজেএমসি ১০-৩-৯৯ তারিখে পত্র সূত্র নং সংস্থাপন/অবসর/গ্রহণ ৭৮/২০৩ জারী করে চাকুরীতে প্রবেশের সময় ঘোষিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে অবসর প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। এ কারণে বাদীকে ১৩-৫-২০০৩ বিধি মোতাবেক ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে চাকুরী থেকে অবসর দেয়া হয়েছে। বাদী অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার অসৎ উদ্দেশ্যে এ মোকদ্দমা করেছেন বিধায় বাদীর মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন। বাদীর জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে তদস্থলে নূতন জন্ম তারিখ সন্নিবেশ করার কোন অবকাশ নেই বলে বিবাদী পক্ষ দাবী করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি না।

২। বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবল মাত্র স্ব স্ব মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সম্মুখে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ-১। বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, বিবাদী মিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল পক্ষভুক্ত বিবাদী না করায় বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে।বাদীল পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষে নেই। ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, বিবাদী পক্ষের প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী বিবাদী কর্তৃক ২৯-৬-৬৭ তারিখে চাকুরীতে নিয়োজিত হন এবং তখন বাদীর জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৭ লিপিবদ্ধ করা হয়। সে অবধি বাদী বিবাদী মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বাদীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ (জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষন করেন যা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্ঠি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার, (২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি"।

উভয় পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী মালিক কর্তৃপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তাঁর নিয়োগ কর্তা মালিক হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবেই বিবাদী করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন বলে আদালত মনে করেন। যে কারণে ইহা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে। কাজেই ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় ২ ও ৩ যথাক্রমে বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত এবং বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ২ ও ৩ নং বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, বাদীকে ২৯-৬-৬৭ তারিখে বিবাদী মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগের সময় এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট ফরমে বাদীর বর্ণনা মোতাবেক বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের ক্লার্ক বাদীর বয়স লিপিবদ্ধ করেন এবং তদানুসারে বাদীর বয়স নির্ধারণ করে তাঁকে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হলে বাদী তা এড়িয়ে অতিরিক্ত মেয়াদ চাকুরী করার অসৎ উদ্দেশ্যে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন। বাদী এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট ফরমে লিপিবদ্ধ বয়স বাদী দেখে শুনে তাতে স্বাক্ষর করেছেন বিধায় উহা আর সংশোধনের কোন অবকাশ নেই। বিবাদী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেছেন ঃ

১। এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট ফরম প্রদর্শনী-ক,

২। বাদীর দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদর্শনী-খ।

অপরদিকে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদীকে চাকুরীতে নিয়োগের সময় বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৭ লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে তা কর্তন করে তদস্থলে ১৪-৫-৪৩ লিপিবদ্ধ করে বাদীর বয়স ১৩-৫-২০০৩ তারিখে ৬০ বছর দর্শিয়ে চাকুরী থেকে অবসর আদেশ প্রদান করা হয়েছে যা বে-আইনী হয়েছে। তিনি বাদীর বয়স/জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৭ গণ্যে ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর আদেশ প্রদানের জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীকে চাকুরীতে নিয়োগকালীন ডাক্তার কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত বয়সকে বাদরি সঠিক বয়স গণ্যে বিচার নিস্পত্তির জন্য প্রার্থনা করেন। বাদী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেছেন ঃ

১। বাদী কর্তৃক দাখিলী গ্রিভেন্স পিটিশনের কপি-১,

এ পর্যায়ে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদীর জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৭ কখনই লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং সেখানে বাদীর জন্ম তারিখ ১৪-৫-৪৩ লিপিবদ্ধ করা হয়। বাদীকে ২৯-৬-৬৭ তারিখে চাকুরীতে নিয়োগকালীন সময়ে মিলে প্রচলিত নিয়মানুসারে বাদীর মেডিকেল চেক আপে মেডিকেল অফিসার বাদীর বয়স ২৫ বৎসর নির্ধারণ করেন এবং বাদীপক্ষ মেডিকেল অফিসার

কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত এ বয়সকে বাদীর সঠিক বয়স হিসাবে গণ্য করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। বাদী ২৬-৯-৬৭ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্তির পর ১৪-৫-৬৮ তারিখে মেডিকেল অফিসার কর্তৃক বাদীর বয়স ২৫ বছর লিপিবদ্ধ করায় এবং তা বাদী কর্তৃক স্বীকার করায় এ হিসাবে বাদীর জন্ম তারিখ সংগত কারণেই ১৪-৫-৪৩ বলে নির্ধারিত করা হয়। এক্ষেত্রে বাদীপক্ষের আইনজীবী মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধকৃত বয়সকে কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং বলে দাবী করে উক্ত লেখাটির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, মেডিকেল অফিসার কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত বাদীর ২১ বছর বয়সকে ২৫ বছর করা হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি প্রদর্শনী 'খ' এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ২৮-২-৭০ তারিখে বাদী মিলে কাজ কারার সময় তিনি দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং প্রদর্শনী-'খ' হলো সেই দুর্ঘটনার রিপোর্ট যা বিধিমতে তৎকালীন মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার, উপ-শ্রম পরিচালক এবং জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করেন। এ দুর্ঘটনার রিপোর্টে তৎকালীন মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর বয়স ২৮-২-৭০ তারিখে অর্থাৎ উক্ত দুর্ঘটনার দিন ২৭ বছর বলে লিপিবদ্ধ করেন যা প্রদর্শনী-'ক' তে উল্লেখিত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত বাদীর বয়স সংক্রান্ত প্রতিবেদন সমর্থিত হয়। কেননা ১৪-৫-৬৮ তারিখে মেডিকেল অফিসার কর্তৃক বাদীর সম্ভাব্য বয়স ২৫ বছর নির্ধারণ করায় ২৮-২-৭০ সালে বাদীর বয়স এ হিসাবে ২৭ বছর হয়। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বলেন যে, বাদী উক্ত দুর্ঘটনার কারণে নিয়মানুযায়ী তৎকালীন মিল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলন করেছেন। কিন্তু ঐ সময় উক্ত দুর্ঘটনার রিপোর্টে উল্লেখিত বয়সকে বাদী অস্বীকার করেননি। দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ প্রায় ৩৩ বছর পর বাদীর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বাদী অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার অসৎ অভিপ্রায়ে তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তি ও উহার সমর্থনে দাখিলী প্রদর্শনী-'ক' ও প্রদর্শনী-'খ' পর্যালোচনায় এ আদালত মনে করেন যে, এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট ফরম এবং দুর্ঘটনার রিপোর্ট ফরম দুইটি যে দিন থেকে এ বাদীর ব্যাবহার করা হয়েছে, সেদিন থেকে এ আদালতে উহা দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের হেফাজতে ছিল। বাদীর বয়স নির্ধারণের সাথে অবসর গ্রহণের তারিখ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে প্রদর্শনী-'ক' ও প্রদর্শনী-'খ' বাদীর বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। কারণ বাদীর বয়স নির্ধারণের জন্য আদালতের সামনে উভয় পক্ষ উল্লেখিত প্রদর্শনী-'ক' ও প্রদর্শনী-'খ' ব্যতীত অন্য কিছু উপস্থাপন করতে পারেন নি। উক্ত এ্যাপ্লিকেশন পর এমপ্লয়মেন্ট ফরমটির উপরের অংশে বাদীর জন্ম তারিখ লেখার ঘরটিতে ওভার রাইটিং ও কাটাকাটি পরিলক্ষিত হয়। আবার উক্ত ফরমটির নীচের অংশে মেডিকেল অফিসার কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত বাদীর সম্ভাব্য বয়সের ঘরে বাদরি বয়স ২৫ বছর বলে লিপিবদ্ধ করা আছে। বাদী পক্ষ মেডিকেল অফিসার কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত বয়সকে বাদীর সঠিক বয়স বলে প্রাথমিকভাবে দাবী করলেও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে বলেন যে, এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট ফরমে লিখিত মেডিকেল অফিসারের লেখাটি পরবর্তী সময়ে ওভার রাইটিং করে ২১ (একুশ) বছরকে ২৫ (পঁচিশ) বছর করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি প্রদর্শনী-'খ'-এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বাদী পক্ষ প্রদর্শনী-'ক'-তে উল্লিখিত

মেডিকেল অফিসারের লিপিবদ্ধকৃত বয়সকে কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং বলে দাবী করলেও বাদীর দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদর্শনী-'খ'-তে উল্লিখিত ২৮-২-১৯৭০ তারিখে বাদীর বয়স ২৭ (সাতাশ) বছর লিপিবদ্ধ থাকলেও তা বাদী অস্বীকার করেননি। ১৯৬৮ সাল হতে ১৯৭০ সালের ব্যবধান দুই বছর। ১৪-৫-১৯৬৮ তারিখে মেডিকেল অফিসার বাদীর সম্ভাব্য বয়স ২৫ বছর নির্ধারণ করেন এবং ২৮-২-১৯৭০ তারিখে বাদীর বয়স দুর্ঘটনার রিপোর্টে ২৭ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ২৮-২-১৯৭০ তারিখে বাদীর বয়স ২৭ বছর হলে ১৪-৫-৬৮ তারিখে বাদীর সম্ভাব্য বয়স ২৫ বছর যা মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত করা হয়েছে তা ওভার রাইটিং দাবী করে বাদী পক্ষ অস্বীকার করতে পারেন না। কেননা প্রদর্শনী 'খ' দ্বারা প্রদর্শনী 'ক'-তে উল্লেখিত বাদীর বয়স সংক্রান্ত মেডিকেল অফিসারের মন্তব্য সমর্থিত হয়েছে।

উভয় পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা হলো। বাদী মেডিকেল অফিসারের লিপিবদ্ধকৃত বয়সকে সঠিক মর্মে দাবী করে পরে উক্ত লেখাটিকে ওভার রাইটিং দাবী করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন এবং বাদীর জন্ম তারিখ ১৪-৫-১৯৪৭ বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁর এ দাবীর সমর্থনে তিনি মৌখিক বা দালিলিক কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। অপরদিকে প্রদর্শনী-'খ' তে উল্লেখিত বাদীর বয়সকে তিনি অস্বীকার করেন নি। উক্ত প্রদর্শনী-'খ' দুর্ঘটনার রিপোর্ট ফরমটি দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর পূর্বে তৎকালীন মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত এবং তৎকালীন সময়ে বাদীর সাথে মিল কর্তৃপক্ষের কোন শত্রুতা ছিলনা কিংবা ভবিষ্যতে এরূপ মামলা হবে এ আশংকায় অথবা এ মামলার পক্ষে ইহা সৃষ্টি করে তাতে বাদীর বয়সকে বেশী দর্শিয়ে তা এ মামলায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে আদালত মনে করেন না। তাই প্রদর্শনী 'খ' তে লিপিবদ্ধকৃত বাদীর বয়সকে কোন অবস্থাতেই পরবর্তী চিন্তার ফল (After thought) নহে বরং বাদীর বয়স নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রদর্শনী-'খ' একটি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কাজেই ২৮-২-৭০ সালে বাদীর বয়স ২৭ বছর হলে ২৮-২-২০০৩ সালে বাদীর বয়স ৬০ বছরে উন্নিত হয় এবং সে অনুসারে বিবাদী পক্ষ বাদীকে প্রচলিত বিধি মতেই ১-১-২০০৩ সঠিকভাবেই চাকুরী থেকে অবসর আদেশ প্রদান করেছেন বলে আদালত মনে করেন। সুতরাং এ মামলায় বাদী কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। এভাবে ২ এবং ৩ নং বিচার্য বিষয় দুইটি বাদীর বিরুদ্ধে গৃহীত হওয়ায় এ মামলায় বাদী কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে কোন খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-১৬/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক।
২। জনাব শেখ আলাউদ্দিন আল-আজাদ মিলন।

মুনসুর আলি, পিতা শেখ চান্দ, সাং বিরতলক্ষী,
পোঃ নোয়াবেকী, থানা শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা—বাদী।

বনাম

ষ্টার জুট মিলস লিঃ, পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,
চন্দনী মহল, থানা দিঘলিয়া, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২-৯-২০০৩ সাল।
রায়ের তরিখ ঃ ১০-৯-২০০৩ সাল।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত।

বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তাঁর নিবেদন হলো যে, তিনি ৯-৯-৪৫ইং তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার বিরতলক্ষী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামের স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অভাব অনটনের জন্য আর লেখাপড়া করতে পারেননি। বাদী ৯-৯-৬০ তারিখে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের ১নং মিলের সমাপনী বিভাগে 'ক' পালায় কাপড় মেরামতকারী পদে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ লাভ করেন। নিয়োগের সময় প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তার মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর জন্ম তারিখ ৯-৯-১৯৪৫ইং জানালে তাৎক্ষণিকভাবে বাদীর নিয়োগ ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে তা লিপিবদ্ধ করেন এবং সাথে সাথে একখানা ছাপানো ও অপূরণকৃত রেকর্ড ফোলডারের কভার পাতায় বাদীর স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সার্ভিস ফোল্ডারের অপূরণকৃত ঘরগুলি পরবর্তীতে পূরণ করা হবে বলে বাদীকে জানালে বাদী সরল বিশ্বাসে উহাতে স্বাক্ষর করে দেন। চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্তির আনুমানিক দুই বছর পর একদিন বাদীকে মেডিকেল চেকআপে ডাক্তারের সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে বাদী যথারীতি হাজির হন। ডাক্তার বাদীকে পরীক্ষা করে তাঁর বয়স ১৮ বছর লিপিবদ্ধ করেন। সে হিসাবে ইং ৯-৯-২০০৫ তারিখে বাদীর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের কথা। কিন্তু প্রতিপক্ষ

বেআইনীভাবে ৩০-১২-২০০২ তারিখে সূত্র নং শ্রম/দপন ২৪/১৯৮ দ্বারা অবসর দেয়ার কথা প্রতিপক্ষ বাদীকে জানিয়ে দেন যা বাদী ৬-৪-২০০৩ তারিখে প্রাপ্ত হয়ে ৯-৪-২০০৩ তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর একটি গ্রিভেন্স পিটিশনের কোন জবাব দেননি। বাদী চাকুরীতে স্থায়ী হওয়ার সময় বাদীর সার্ভিস বহিতে প্রতিপক্ষের ক্লার্ক তঞ্চকী করে বাদীর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ এর স্থলে তাঁর জন্ম সাল ১৯৪৩ লেখেন যা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। বাদী ডাক্তারের দেয়া বয়সকে সঠিক বয়স দাবী করে ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে অবসর আদেশ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের নিমিত্ত এ মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি রাষ্ট্রায়াত্ব মিল। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। যে কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষ না করে বাদী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন না। কেননা এ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করতে ক্ষমতা রাখেন না। সে কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে এ মামলা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা চলতে পারে না। ইহা এ আদালতের স্থানীয় আঞ্চলিক এখতিয়ার বহির্ভূত।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে বলেন যে, বাদীর চাকুরীর আবেদন পত্রে বাদীর জন্ম তারিখের ঘরে ৯-৯-১৯৪৫ লিখিত আছে যা বাদীর বর্ণনা মতে লেখা হয়। উক্ত ফরম বাদীর বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষ মিলের ক্লার্ক কর্তৃক লিখিত হয়েছে যা সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে এবং বাদী তাতে দেখে শুনে ও এর মর্ম বুঝে স্বাক্ষর করেছেন। সে কারণে বাদীর বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে ১-১২-২০০২ তারিখে বিধি মতে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করা হয়। বাদী বেআইনীভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল রেখে প্রতিপক্ষ বাদীকে আর্থিক সুবিধা দিতে পারেন না। ১৯৯৪ সালে পাবলিক কর্পোরেশন এ্যাক্ট প্রণীত হবার পর অবৈধভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার জন্য শ্রমিকদের প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে বিজেএমসি ১০-৩-৯৯ তারিখে এক আদেশে যোগদানের সময় দেয়া জন্ম তারিখ বা বয়সের ভিত্তিতে অবসর প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। বাদী এ মামলায় কোন প্রতিকার পাবেন না মর্মে দাবী করে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদীর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ পরিবর্তন করে তদস্থলে নূতন জন্ম তারিখ সন্নিবেশ করার কোন অবকাশ নেই। পরিশেষে তিনি বাদীর মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ—

১। বাদী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

২। বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

৩। বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল/তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।

৪। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে এক মত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবল মাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ—**বাদী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ছিলেন কিনা।**

বাদী মুনসুর আলি প্রতিপক্ষের অধীনে ১নং মিলে সমাপনী বিভাগে 'ক' পালায় কাপড় মেরামতকারী পদে কর্মরত ছিলেন তা প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেননি বরং তা স্বীকার করেছেন বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ—**বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।**

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ না করায় বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে চলতে পারে না। বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, প্রতিপক্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৯-৯-৬৩ তারিখে কর্মে নিয়োজিত হন এবং এ নিয়োগ অবধি বাদী প্রতিপক্ষ মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বাদীকে এ মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার, (২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক' ও নিয়ন্ত্রনের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। যে কারণে বাদী তাঁর নিয়োগ কর্তা মালিক হিসাবে মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন বলে মনে করেন যে কারণে ইহা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ও ৪নং বিচার্য বিষয় যথাক্রমে বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল/তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য উপরোক্ত ৩ ও ৪নং বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনা ও পর্যালোচনার নিমিত্ত একত্রে গ্রহণ করা হলো।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আদালতে যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, বাদীকে ইং ৯-৯-৬৩ তারিখে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃক নিয়োগের সময় 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমে বাদীর বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মচারী বাদীর বয়স/জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করেন এবং তদানুযায়ী বাদীর বয়স নির্ধারণ করে তাঁকে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাদী তা অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা উক্তিতে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। বাদী "এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট" ফরমে লিপিবদ্ধকৃত বয়স/সাল দেখে শুনে তাকে স্বাক্ষর করেছেন বিধায় উহা আর সংশোধনের বা পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

১। বাদীর সার্ভিস রেকর্ড ফোল্ডার যা ১৩১ পাতা।

অপরদিকে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদী একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি নিয়োগের সময় প্রতিপক্ষের কর্মচারীর নিকট তাঁর বয়সের সঠিক তথ্য দেন এবং তা সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়। অথচ বাদীকে চাকুরী থেকে আগে ভাগে বিদায় করে দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষ তাঁকে অবসর আদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন যা বেআইনী। সার্ভিস রেকর্ডে ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হলে তা সব সময়ই সংশোধনযোগ্য এবং বাদী চাকুরীতে অবসর গ্রহণের সময় তা সংশোধনের আবেদন করতে পারেন।

বাদীপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেন ঃ—

(১) বাদীর গ্রিভেন্স পিটিশনের কপি।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, প্রতিপক্ষের দাখিলী বাদীর সার্ভিস রেকর্ডে রক্ষিত "এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট" ফরমের মধ্যে বাদীর বয়স দুই স্থানে দুই রকম লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ফরমটির প্রথম অংশের মধ্যে বাদীর জন্ম সাল '১৯৪৩' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ বলে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছেন। ফরমটির শেষ অংশে বাদীর বয়স ১৮ বছর বলে প্রতিপক্ষ মিলের মেডিকেল অফিসার লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা বাদীর চাকুরীতে নিয়োগকালীন মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্টের সময় করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, বাদীর এই ফরমের মধ্যে দুই স্থানে দুই রকম লিপিবদ্ধ করার নজির দেখা যায়। আবার কর্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৩ কর্তন করে তদস্থলে ৯-৯-৪৫ তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বয়স নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অধীনে যেখানে একজন মেডিকেল অফিসার কর্তৃক পরীক্ষান্তে বয়স নির্ধারণের নিয়ম প্রচলিত আছে সেখানে একজন কর্মচারীর দ্বারা লিপিবদ্ধ ভিন্ন জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করে এবং যা কেটে দেয়া রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বাদীকে তাঁর চাকুরী হতে অবসর প্রদানের আদেশ দেয়া বেআইনী বলে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন। মোকদ্দমা শুনানীকালে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আদালতে উপস্থিত বাদীর চেহারা, তাঁর শারীরিক গঠন এবং অবয়বের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, ইহা "এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট" ফরমে লিপিবদ্ধকৃত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক বাদীর নির্ধারিত বয়সকে সমর্থন করে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ তাঁদের মামলার দালিলীক সাক্ষ্য হিসাবে প্রদর্শনী 'ক' দাখিল করে বাদীর জন্ম তারিখ/সাল '১৯৪৩' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদালতে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। আবার বাদীর দাবীকৃত জন্ম তারিখকে সমর্থন করে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। সেকারণে বাদী এ মোকদ্দমায় প্রতিকার পেতে হকদার বলে বাদীর বিজ্ঞ কৌশুলী দাবী করেন।

উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি, বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত যুক্তি এবং মোকদ্দমার আরজি ও প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব পর্যালোচনা করা হলো। 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমটির হেফাজতকারী প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ এবং এ ফরমটি যেদিন থেকে বাদীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেদিন থেকে এ আদালতে উহা দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের হেফাজতেই ছিল। বাদীর বয়স নির্ধারণের সাথে অবসর গ্রহণের তারিখ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে এই 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমটি (প্রদর্শনী-ক) বাদীর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমাত্র এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। উক্ত ফরম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমটির প্রথম অংশ প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মচারী জন্ম তারিখের ঘরে বাদীর জন্ম তারিখ বা সাল '১৯৪৩' লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা আবার কাটাকাটি করে ৯-৯-৪৫ করা হয়েছে। ফরমটির শেষ অংশে যখন প্রতিপক্ষ মিলের মেডিকেল অফিসার বাদীকে চাকুরীতে নিয়োগকালীন মেডিকেল পরীক্ষা করেছেন এবং তিনি তাঁর বয়স ২১-১২-৬৩ তারিখে ১৮ বছর বলে লিপিবদ্ধ করেছেন যা বাদীর দাবীকে সমর্থন করে। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ অবস্থায় তৎকালীন মেডিকেল অফিসার যিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বিশেষজ্ঞ (এক্সপার্ট) এবং যখন তিনি বাদীর বয়স সম্পর্কে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেন এ ফরম পর্যালোচনায় এটি ধরে নেয়া যায় যে, তিনি বাদীকে স্বশরীরে পরীক্ষা করে বাদীর বয়সসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ মন্তব্য এরূপ মামলা হবে এ আশংকায় অথবা মামলার পরে করা হয়। তাই এ মন্তব্যটিকে কোন অবস্থাতেই পরবর্তী চিন্তার ফল (after thought) নহে বরং এই মন্তব্য বিশেষজ্ঞ এর মতামত হিসাবে তৎকালীন ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। এই মেডিকেল অফিসারের মন্তব্য মতে বাদীর বয়স ২১-১২-৬৩ তারিখে ১৮ বছর হলে বাদীর দাবী যে তাঁর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ তা প্রায় সমর্থিত হয় অর্থাৎ এ অনুসারে বাদীর জন্ম তারিখ দাড়ায় ২১-১২-৪৫। মেডিকেল অফিসার বাদীর সম্ভাব্য বয়স ১৮ বছর উল্লেখ করায় বাদীর আরজিতে প্রার্থিত দাবী মতে তাঁর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ সঠিক বলে আদালত মনে করেন এবং এ হিসেবে বাদীর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ ধরে নেয়াই সমীচীন ও ন্যায়ানুগ বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কাজেই প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদীর চাকুরী অবসর আদেশ বাতিলক্রমে বাদীর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ গণ্যে বিধি মোতাবেক বাদীর বয়স

৬০ বছর পূর্তিতে তাঁকে অবসর প্রদানের আদেশ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়াই সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। এভাবে বিচার্য বিষয় ৩ ও ৪ বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো। সুতরাং সকল বিচার্য বিষয়গুলি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হওয়ায় বাদী এ মোকদ্দমায় প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ও বাদীর অনুকূলে মঞ্জুর করা হলো। প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বাদীর চাকুরী অবসর আদেশ এতদ্বারা বাতিলক্রমে বাদীর জন্ম তারিখ ৯-৯-৪৫ সাল গণ্যে ৬০ বছর পূর্তিতে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বাদীকে অবসর প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি-১৭/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক।
২। জনাব শেখ আলাউদ্দিন আল-আজাদ মিলন।

মাহাবুবুর রহমান, পিতা বেলজার খান,
সাং এনায়েতপুর, পোঃ সাগাইল, জেলা যশোর—বাদী।

বনাম

ষ্টার জুট মিলস লিঃ, পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সাং চন্দনীমহল, থানা দিঘলিয়া, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নামঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া,
প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নামঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন,

শুনানীর তারিখ ঃ ২-৯-২০০৩ খ্রিঃ।
রায়ের তারিখ ঃ ১০-৯-২০০৩ খ্রিঃ।

রায়,

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা এবং ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তকারীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তিনি নিবেদন করেন যে, গত ইং ১৮-৪-১৯৪৪ইং সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করে অভাব অনটনের জন্য আর লেখাপড়া করতে পারেননি। ১৮-৪-১৯৬৩ সনে প্রতিপক্ষ মিলের অধীনে ১নং মিলে তাঁত বিভাগে "ক" পালায় তাঁতী হিসাবে স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাদী নিয়োগের সময় প্রতিপক্ষের শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তার মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর জন্ম তারিখ ১৮-৪-৪৪ইং জানালে তাৎক্ষণিকভাবে বাদীর নিয়োগের ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে তা লিপিবদ্ধ করেন এবং সাথে সাথে একখানা ছাপানো ও অপূরণকৃত রেকর্ড ফোলডারের কভার পাতায় বাদীর স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সার্ভিস ফোল্ডারের অপূরণকৃত ঘরগুলি পরবর্তীতে পূরণ করা হবে বলে বাদীকে জানালে বাদী সরল বিশ্বাসে উহাতে স্বাক্ষর করে দেন। চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্তির আনুমানিক দুই বছর পর একদিন বাদীকে মেডিকেল চেকআপে ডাক্তারের সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে বাদী যথারীতি হাজির হন। ডাক্তার বাদীকে পরীক্ষা করে ১৮-৪-৪৪ তারিখে তাঁর বয়স ১৯ বছর লিপিবদ্ধ করেন। সে হিসাবে বাদী ১৮-৪-২০০৪ তারিখে অবসর গ্রহণ করবেন কিন্তু প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে বাদীকে ৩০-১২-২০০২ তারিখে সূত্র নং শ্রম/দপন ২৪/১৯৯ পত্রের মাধ্যমে চাকুরী থেকে অবসর আদেশ প্রদান করেছেন। ৫-৪-২০০৩ তারিখের চিঠি বাদী প্রাপ্ত হয়ে ৯-৪-২০০৩ তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ বাদীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মোকদ্দমা দায়ের করে সার্ভিস রেকর্ড ফোল্ডারের কভার পেজে উল্লেখিত ভুল জন্ম সাল ১৯৪৩ কর্তন/সংশোধন করে তদস্থলে বাদীর জন্ম তারিখ ১৮-৪-১৯৪৪ লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করে বাদীর সমূদয় উক্তি অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করেন। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের মামলা হলো যে, প্রতিপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সে কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে পক্ষ না করে বাদী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন না। কেননা এ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় হলেও তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন না। সে কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে এ মামলা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা চলতে পারে না। ইহা এ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার বহির্ভূত।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে বলেন যে, বাদীর চাকুরীর আবেদনপত্রে বাদীর জন্ম তারিখের স্থলে ১৮-৪-১৯৪৪ লিখিত আছে যা বাদীর বর্ণনা মতে লিখিত হয়েছে এবং তিনি তা দেখে শুনে ও এর মর্ম বুঝে তাতে স্বাক্ষর করেছেন। সে কারণে বাদীর বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে ১-২-২০০৩ তারিখে বিধি মতে সঠিকভাবেই চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ বাদীর জন্ম সাল বা তারিখ এখন পরিবর্তন করে বেআইনীভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল রাখতে পারেন না। ১৯৯৪ সালে পাবলিক কর্পোরেশন এ্যাক্ট প্রণীত হবার পর মিলের শ্রমিকগণ অসৎভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ইহা নিরসনের জন্য বিজেএমসি ১০-৩-৯৯ তারিখে এক আদেশে চাকুরীতে যোগদানের সময় দেয়া শ্রমিকের বয়সের ভিত্তিতে এদেরকে অবসর প্রদানের নির্দেশ দেয় এবং সে কারণেই বাদীকে ২০-১২-৯৪ তারিখের এবং ১-৬-৯৭ তারিখের পত্র অনুযায়ী বাদীর বয়স ১-১২-২০০২ তারিখে ৬০ বছর পূর্তিতে ১-১-২০০৩ তারিখে সঠিকভাবে অবসর দেয়া হয়েছে। বাদীর জন্ম তারিখ নূতনভাবে সংশোধন করার আর কোন অবকাশ নেই। মিথ্যা উক্তিতে দায়েরকৃত বাদীর মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় ঃ—

১। বাদী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ছিলেন কিনা।

২। বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

৩। বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল/তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।

৪। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে এক মত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবল মাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ—**বাদী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।**

বাদী মাহাবুবুর রহমান প্রতিপক্ষের অধীনে ১নং মিলের লাইন সর্দার পদে কর্মরত থাকেন তা অস্বীকার করেননি বরং স্বীকার করেছেন বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ—**বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।**

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ না করায় বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে। বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৮-৪-৬৩ তারিখে নিয়োজিত হন এবং নিয়োগ অবধি বাদী প্রতিপক্ষ মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর এ মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার, (২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রন এর জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে তাঁর নিয়োগ কর্তা মালিক হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন বলে আদালত মনে করেন যে কারণে ইহা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয়ঃ- **বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল/তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তাঁর নির্ধারিত বয়স কত।**

৪নং বিচার্য বিষয়ঃ- **বাদীর প্রার্থিতা প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।**

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য উপরোক্ত ৩ ও ৪নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনার নিমিত্ত একত্রে গ্রহণ করা হলো।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, বাদীকে ইং ১৮-৪-৬৩ তারিখে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃক নিয়োগের সময় "এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট" ফরমে বাদীর বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মচারী বাদীর বয়স/জন্ম সাল লিপিবদ্ধ করেন এবং তদানুসারে বাদীর বয়স নির্ধারণ করে তাঁকে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাদী তা অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরী করার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা উক্তিতে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। বাদী "এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট" ফরমে লিপিবদ্ধকৃত বয়স/সাল দেখে শুনে তাতে স্বাক্ষর করেছেন বিধায় উহা আর সংশোধনের বা পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

১। বাদীর সার্ভিস রেকর্ড ফোল্ডার যা ১১১ পাতা।

অপরদিকে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদী একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি নিয়োগের সময় প্রতিপক্ষের কর্মচারীর নিকট তাঁর বয়সের সঠিক তথ্য দেন এবং তা সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়। অথচ বাদীকে চাকুরী থেকে আগে ভাগে বিদায় করে দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষ তাঁকে অবসর আদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন যা বে-আইনী। সার্ভিস রেকর্ডে তথ্য লিপিবদ্ধ হলে তা সব সময়ই সংশোধনযোগ্য এবং বাদী চাকুরীতে অবসর গ্রহণের সময় তা সংশোধনের আবেদন করতে পারেন।

বাদীপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেন ঃ—

(১) বাদী কর্তৃক দাখিলকৃত গ্রিভেন্স পিটিশন কপি।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষের দাখিলী বাদীর সার্ভিস রেকর্ডে রক্ষিত "এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট" ফরমের মধ্যে বাদীর বয়স দুই স্থানে দুই রকম লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ফরমটির প্রথম অংশের মধ্যে বাদীর জন্ম সাল '১৯৪৩' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ বলে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছেন। ফরমটির শেষ অংশে বাদীর বয়স ১৯ বছর বলে প্রতিপক্ষ মিলের মেডিকেল অফিসার লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা বাদীর চাকুরীতে নিয়োগকালীন মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্টের সময় করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, বাদীর বয়স একই ফরমের মধ্যে দুই রকম লিপিবদ্ধ করার নজির দেখা যায়। বয়স নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অধীনে যেখানে একজন মেডিকেল অফিসার কর্তৃক পরীক্ষান্তে বয়স নির্ধারণের নিয়ম প্রচলিত আছে সেখানে একজন কর্মচারীর দ্বারা লিপিবদ্ধ ভিন্ন জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করে বাদীকে তাঁর চাকুরী হতে অবসর প্রদানের আদেশ দেয়া প্রতিপক্ষের উচিৎ হয়নি। মোকদ্দমা শুনানীকালে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আদালতে উপস্থিত বাদীর চেহারা, শারীরিক গঠন এবং তাঁর অবয়বের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, ইহা 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমে লিপিবদ্ধকৃত মেডিকেল অফিসার এর প্রতিবেদনে উল্লেখিত বাদীর বয়সকে সমর্থন করে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, প্রতিপক্ষ তাঁদের মামলার সমর্থনে দালিলীক সাক্ষ্য হিসাবে প্রদর্শনী-ক দাখিল করে বাদীর জন্ম সাল '১৯৪৩' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদালতে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন বটে। আবার বাদীর জন্ম তারিখ ১৮-৪-১৯৪৪ বলে বাদীর দাবী অস্বীকারের পরিবর্তে বরং তা বহাল রাখার পক্ষে প্রতিপক্ষ তাঁদের দাখিলী লিখিত জবাবের মধ্যে স্পষ্টভাবে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। বাদী ও তাঁর জন্ম তারিখে ১৮-৪-১৯৪৪ গণ্যে ৬০ বছর পূর্তিতে তাঁকে অবসর আদেশ প্রদানের জন্যেই প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা জানিয়ে এ মামলা আনয়ন করেছেন। কাজেই কর্তৃপক্ষের মেডিকেল অফিসারের রিপোর্টে উল্লেখিত বাদীর বয়সকে সমর্থন করে প্রতিপক্ষ তাঁদের জবাব দাখিল করায় বাদী এ মোকদ্দমায় প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী বলে তিনি দাবী করেছেন।

উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি, বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত যুক্তি এবং মোকদ্দমার আরজি ও প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব পর্যালোচনা করা হলো। 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমটির হেফাজতকারী প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ এবং এ ফরমটি যেদিন থেকে এ বাদীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেদিন থেকে এ আদালতে উহা দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের হেফাজতেই ছিল। বাদীর বয়স নির্ধারণের সাথে অবসর গ্রহণের তারিখ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে এই 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমটি (প্রদর্শনী-ক) বাদীর বয়স নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার

ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। উক্ত ফরম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 'এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট' ফরমটির প্রথম অংশে প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের কর্মচারীর জন্য তারিখের ঘরে বাদীর জন্ম সাল '১৯৪৩' লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার উক্ত ফরমটির শেষ অংশে যখন প্রতিপক্ষ মিলের মেডিকেল অফিসার বাদীকে চাকুরীতে নিয়োগকালীন মেডিকেল পরীক্ষা করেছেন তিনি তাঁর বয়স ১৯ বছর বলে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ অবস্থায় তৎকালীন মেডিকেল অফিসার যিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বিশেষজ্ঞ (এক্সপার্ট) এবং যখন তিনি বাদীর বয়স সম্পর্কে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেন-এ ফরম পর্যালোচনায় এটি ধরে নেয়া যায় যে, তিনি বাদীকে স্বশরীরে পরীক্ষা করে বাদীর বয়সসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ মন্তব্য এরূপ মামলা হবে এ আশংকায় অথবা মামলার পরে করা হয়। তাই এ মন্তব্যটিকে কোন অবস্থাতেই পরবর্তী চিন্তার ফল (after thought) নহে বরং এই মন্তব্য বিশেষজ্ঞ এর মতামত হিসাবে তৎকালীন ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। এই মেডিকেল অফিসারের মন্তব্য মতে বাদীর বয়স ১৮-৪-৬৩ তারিখে ১৯ বছর হলে বাদীর দাবী যে তাঁর জন্ম তারিখ ১৮-৪-১৯৪৪ তা প্রমাণিত হয়। এ হিসাবে বাদীর জন্ম তারিখ ১৮-৪-১৯৪৪ ধরে নেয়াই সমীচীন ও ন্যায়ানুগ বলে আদালত মনে করেন। কাজেই প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদীর অবসর আদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিলক্রমে বাদীর জন্ম তারিখ ১৮-৪-১৯৪৪ গণ্যে বিধি মোতাবেক বাদীর বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে তাঁকে অবসর প্রদানের আদেশ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়াই ন্যায়ানুগ বলে আদালত মনে করেন। সুতরাং বাদী এ মোকদ্দমায় প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারীবলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এ ভাবে বিচার্য বিষয় ৩ ও ৪ নিষ্পত্তি করা গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ও বাদীর অনুকূলে মঞ্জুর করা হলো। প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদীর চাকুরী অবসর প্রদানের আদেশ বাতিলক্রমে বাদীর জন্ম তারিখ ১৮-৪-১৯৪৪ গণ্যে ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বাদীকে অবসর প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা

মামলা নং আই, আর, ও ১/২০০১

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব শেখ শামীম আহমেদ,

২। জনাব আ, ব, ম, নুরুল আলম,আবুল বাশার খন্দকার, পিতা মোঃ আবুল বরকত খন্দকার, সাং ছাতিয়ানী, পোঃ জাংগালিয়া, জেলা ঢাকা।

হাল সাং জাবদিপুর, পোঃ বি, আই, টি, থানা খানজাহান আলী,
জেলা-খুলনা।—দরখাস্তকারী।

বনাম

এ্যাজাক্স জুট মিলস লিঃ পক্ষে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, সাং মিরেরডাংগা, পোঃ দৌলতপুর, জেলা খুলনা।—প্রতিপক্ষ।

১। দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব এস, এ, মহসিন,

২। প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম,

শুনানীর তারিখ ঃ ১১-০৫-২০০৩ ইং

রায়ের তারিখ ঃ ৩১-০৫-২০০৩ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ০১-১০-৮২ তারিখে প্রতিপক্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাট বিভাগে স্থায়ী করণিক পদে নিয়োগ লাভ করেন। এ সময় প্রতিপক্ষ মিলটি রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল এবং ১৯৮৪ সালে ইহা ব্যক্তি মালিকানায় দেয় হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ চুক্তির শর্তানুসারে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী পূর্বানুরূপ থাকে। প্রতিপক্ষ মিলের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে মিলের উৎপাদন বন্ধ রাখেন। দরখাস্তকারী মিলে নিয়মিত কাজ করলেও তাঁকে আর্থিক অপ্রতুলতার অজুহাতে বেতন ভাতাদি প্রদান করেন না। মূল বেতন ভাতাসহ দরখাস্তকারী সর্বমোট মাসে ৪,০০০ টাকা পেতে অধিকারী। এ হিসাবে ডিসেম্বর/২০০০ মাস পর্যন্ত দরখাস্তকারীর বেতন ভাতাদি খাতে মোট ১,২০,০০০ টাকা পাওনা আছে। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ

মিলের প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য থাকেন কিন্তু ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ খাতে দরখাস্তকারীর ৩০০০ টাকা পাওনা আছে। অক্টোবর/২০০০ মাসে মিল পুনরায় চালু হলে দরখাস্তকারী মিলের কাজে যোগদান করতে যান এবং বকেয়া মজুরী দাবী করেন। প্রতিপক্ষ মজুরী ভাতাদি ছাড় না দিলে কাজে যোগদান করতে দেন নাই এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত করেন নি। দরখাস্তকারীও চাকুরীতে ইস্তফা দেননি বিধায় তিনি অদ্যবধি বহাল আছেন। দরখাস্তকারী ৪-১-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে গমন করে ৩০ মাসের বেতন ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এবং হাজিরা খাতায় হাজিরা তোলার জন্য দাবী করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ কারণে দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে নিয়োগ পত্রের শর্তানুযায়ী মিলের যে কোন বিভাগে করণিক পদে ডিউটি প্রদানসহ দরখাস্তকারীর প্রাপ্য বকেয়া বেতন বাবদ ১,২০,০০০ টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত ৩০০০ টাকা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষের উপর আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং দরখাস্তকারী যাবতীয় উক্তিসমূহ অস্বীকার করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ এ্যাজাক্স জুট মিলস লিঃ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান নানাবিধ প্রতিকুলতার জন্য মিলটি ১৭-১২-৯৮ তারিখ থেকে ২৩-০৪-৯৯ তারিখ পর্যন্ত এবং পুনরায় মে, ৯৯ মাস থেকে মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত বন্ধ সম্পর্কিত নোটিশাদি মিল গেটে ও নোটিশ বোর্ডে লটকানো হয়েছিল। দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর ২৬-০৯-২০০০ তারিখে পুনরায় মিলটি চালু করা হলেও ব্যাংক মিলের অনুকুলে ক্যাশ ক্রেডিট মঞ্জুর না করায় মিলটি সীমিত আকারে মিলটি চালু রাখা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সনে পি,এফ, বন্ধ করে দেয়ার পর ঐ খাতে দরখাস্তকারীর সমূদয় পাওনাদি পরিশোধ করা হয়েছে। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সদস্য। মিলটি চালু করার উদ্দেশ্যে মিলের শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনান্তে ২০-৯-২০০০ তারিখে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন শ্রমিক কর্মচারীকে কাজে যোগদান করানো হবে না, মিলের সার্বিক উন্নতি ও অর্থ সাশ্রয় সাপেক্ষে শ্রমিক কর্মচারীগণের পাওনা সহজ শর্তে পরিশোধ করা হবে, বকেয়া পাওনাদি শ্রমিক নেতা ও মিল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করা হবে। তবে অতীতের কার্য বিহীন সময় কালের কোন মজুরী বা বেতন দাবী করা যাবে না। এ চুক্তিনামা সম্বন্ধে সকল শ্রমিক ও কর্মচারীগণ অবগত আছেন এবং ইহা সকল শ্রমিক কর্মচারীদের উপর বাধ্যকর। দরখাস্তকারীর বকেয়া বেতন ভাতাদি মিলের সার্বিক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত দরখাস্তকারী ঐ পাওনাদি পেতে অধিকারী নহেন। এখনও পর্যন্ত মিলের ক্যাশ ক্রেডিট মঞ্জুর না হওয়ায় মিলটি সীমিত আকারে চলছে। ২০-৯-২০০০ তারিখের উল্লেখিত চুক্তিপত্র অগ্রাহ্য করে সার্বিক অচলাবস্থা সৃষ্টির অন্যায় প্রচেষ্টায় দরখাস্তকারী লিপ্ত হয়েছেন। দরখাস্তকারীর আর্জির বক্তব্যসমূহ মিথ্যা বিধায় এ মোকদ্দমায় তিনি কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। তাঁর মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারীর শ্রমিক কি না।

২। দরখাস্তকারী প্রার্থিত মতে প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী এবং প্রতিপক্ষ উভয়ের নিজনিজ পক্ষের দাখিলী কাগজাদি অপর পক্ষের সম্মতি ও স্বীকৃত মতে প্রদর্শনী হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে এক মত পোষণ করেছেন। ইহা ছাড়া উভয় পক্ষ নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করতে বিরত থেকে প্রদর্শিত কাগজাদির উপর ভিত্তি করে এ মোকদ্দমার বিচার নিস্পত্তির জন্য আদালতের সম্মুখে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ—

১নং বিচার্য বিষয় ঃ—দরখাস্তকারী শ্রমিক কি না।

দরখাস্তকারী নিজেকে প্রতিপক্ষ জুট মিলের স্থায়ী করণীক পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং প্রতিপক্ষ দাখিলী লিখিত আপত্তির মাধ্যমে দরখাস্তকারী যে প্রতিপক্ষ মিলে শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন তা স্বীকার করেছেন। এ কারণে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতে শ্রমিক এবং শ্রমিক হিসাবে দরখাস্তকারী এ আদালতে যথাযথভাবে মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। কাজেই এ বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয় ঃ—দরখাস্তকারী প্রার্থিত মতে প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি প্রতিপক্ষ মিলে ১-১০-৮২ তারিখের পত্র দ্বারা পাট বিভাগে স্থায়ীভাবে করণীক পদে নিয়োগ দান করেন এবং উপরিস্থিত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের সন্তুষ্টি বিধানে নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা অজুহাতে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বন্ধ রাখেন এমন কি এক পর্যায়ে কয়েক মাস যাবত বিনা কারণে মিলে উৎপাদন বন্ধ করে দেন। বন্ধের কোন নোটিশ দেন নি। দরখাস্তকারী মিলে কাজ করলেও মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিক অপ্রতুলতার অজুহাতে দরখাস্তকারীকে বেতন-ভাতাদি প্রদান করেন না। এভাবে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারী ৩০ মাসের বেতন বাবদ মোট ১,২০,০০০/০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট পেতে হকদার। এ ছাড়া দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৩০০০/০০ টাকা পাবেন যা দাবী করেও দরখাস্তকারী পান নি। দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ চাকুরীচ্যুত করেননি বিধায় তিনি এখনও চাকুরীতে বহাল আছেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোন ডিউটি দিচ্ছেন না। যে কারণে দরখাস্তকারীকে ডিউটি দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

মোকদ্দমার সমর্থনে দরখাস্তকারী নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী চিহ্নিত হয়েছে।

১। দরখাস্তকারীর নিয়োগ পত্র তারিখ ০১-১০-৮২,

২। দরখাস্তকারীর পরিচয় পত্র তারিখ অস্পষ্ট,

৩। কর্মচারী/কর্মকর্তাদের কাজে যোগদানের তালিকা,

৪। টার্মিনেশনকৃত কর্মচারী/কর্মকর্তাদের তালিকা,

এ্যাজাক্স জুট মিলস লিঃ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান। বহুমূখী প্রতিকুলতার জন্য প্রতিপক্ষ ১৭-১২-৯৮ তারিখ থেকে ২৩-৪-৯৯ তারিখ পর্যন্ত এবং মে, ৯৯ মাস থেকে মিলটি বন্ধ হয়ে যায় এবং এ বন্ধ সংক্রান্ত নোটিশ পূর্বেই সকল শ্রমিক কর্মচারীগণ কর্মচারীগণকে অবহিত করা হয় এবং মিল বন্ধ সম্পর্কিত নোটিশাদি যথারীতি মিল গেটে ও নোটিশ বোর্ডে লটকান হয় বলে প্রতিপক্ষ দাবী করেছেন। দরখাস্তকারীও মিল বন্ধ থাকার বিষয় স্বীকার করেছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে মিল কর্তৃপক্ষের একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নামা সম্পাদিত হয় এবং উক্তচুক্তির শর্ত থাকে যে, মিল বন্ধকালীন এবং অলস কর্ম ঘন্টার সময়ের বেতন-ভাতাদি কেহ দাবী করতে পারবেন না। মিলের সার্বিক উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজন মত পর্যায়ক্রমে সকল শ্রমিক কর্মচারীকে চাকুরীতে নিয়োজিত করা হবে। এ কারণে দরখাস্তকারী চাকুরীতে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত কোন বেতন ভাতাদি দাবী করতে পারেন না। কেননা মিলের উক্ত সিবিএ ইউনিয়নের একজন সদস্য চুক্তির সকল শর্ত সমূহ তাঁর বাধকর। কাজেই দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি আদালতে দাখিল করেছেন ঃ—

১। জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ এবং ১৯৯৭ অনুযায়ী দরখাস্তকারীর বেতন নির্ধারণ শীট,

২। ২০-৯-২০০০ তারিখে সম্পাদিত সিবিএ প্রতিনিধি ও মিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামার কপি,

দরখাস্তকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৩০০০ টাকা পাওনার দাবীর বিষয় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমূদয় পাওনাদি পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু এতদসংক্রান্ত কোন দালিলীক সাক্ষ্য আদালতে পেশ করেননি। উভয় পক্ষ স্বীকার করেছেন যে, ১৯৯৫-৯৬ সনে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাজেই দরখাস্তকারীর উক্ত ফান্ডে কোন পাওনাদি থাকলে তা পরিশোধ করা উচিত বলে আদালত মনে করেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডে দরখাস্তকারীর দাবীকৃত ৩০০০ টাকা পাওনার বিষয়ে দরখাস্তকারীর উচিত ছিল প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর দাবীটি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু দরখাস্তকারী সে উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। ফলে দাবীটি যথাযথভাবে আদালতে প্রমানিত না হওয়ায় দরখাস্তকারীর এ দাবী এ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নহে বলে আদালত মনে করেন।

নথি ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে কোন ভাবেই চাকুরীচ্যুত করেননি। তবে ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারীকে কোন ডিউটি দেয়া হয় নি। প্রতিপক্ষের মিলটি অক্টোবর/২০০০ সনে চালু হয়েছে বলে দরখাস্তকারী দাবী করেছেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ ইং ২০-৯-২০০০ তারিখের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদনের মাধ্যমে মিলটি চালু করার কথা দাবী করেছেন। প্রতিপক্ষ মিলে উক্ত চুক্তিনামার (প্রদর্শনী খ শর্তানুসারে প্রয়োজনীয় শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ক্রমান্বয়ে চাকুরীতে নিয়োজিত করা হবে। কিন্তু মিল চালু হবার পর যে সকল শ্রমিক-কর্মচারীগণ অলস ঘন্টা কাটাবেন চাকুরীতে নিয়োজিত হবার আশায় তাঁরা কতদিন যাবৎ অপেক্ষা করবেন তা সুনিদ্দিষ্ট ভাবে চুক্তিনামায় উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে মিলের

সার্থিক উন্নতির বিষয় উল্লেখ করে পর্যায়ক্রমে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে নিয়োজিত করা হবে মর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অলস ঘন্টায় নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীগণ কি সুবিধাদি ভোগ করবেন এ সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ উক্ত চুক্তিতে করা হয় নি। কেবল মাত্র মিল বন্ধ থাকাকালীন সময়ে এবং অলস ঘন্টায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীগণ কোন টাকা পয়সা ও মজুরী দাবী করতে পারবেন না বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত চুক্তিনামাটি নির্বাচিত সিবিএ প্রতিনিধি ও মিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তার আইনী মুল্য আছে। তবে দেশে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন শর্ত সম্বলিত চুক্তির ধারা পক্ষগণের উপর বাধ্য করা হতে পারে না। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রদর্শিত এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে আদালত মনে করেন।

নথি, উভয় পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করা হলো। প্রতিপক্ষ কর্তৃক উক্ত চুক্তিনামার শর্তাবলী উল্লেখে একজন শ্রমিক বা কর্মচারীকে মাসের পর মাস তাঁর কর্ম হতে বিরত রেখে অলস ঘন্টা হিসাবে তা প্রদর্শন করে বেতন ভাতাদি বন্ধ রাখা অযৌক্তিক, বে-আইনী ও অমানবিকও বটে। তাছাড়া উক্ত চুক্তিনামার কোন ধারা দেশে প্রচলিত শ্রম আইনের পরিপন্থী হলে তা চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে দরখাস্তকারীকে অবিলম্বে চাকুরীতে তাঁর চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তাঁকে কাজে নিয়োজিত করে বেতন ভাতাদি প্রদান করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়াই আদালত সমীচীন মনে করেন। তবে দরখাস্তকারী কোন বকেয়া মজুরী ভাতা পাবেন না। সুতরাং ২নং বিচার্য বিষয়টি আংশিক দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকরীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে আংশিক মঞ্জুরী করা হলো। দরখাস্তকারীকে কাজে নিয়োজিত করে তাঁর বেতন ভাতাদি প্রদান করতে প্রতিপক্ষতে নির্দেশ দেওয়া গেল। দরখাস্তকারী কোন বকেয়া বেতন ভাতাদি পাবেন না। তবে দরখাস্তকারীর নিয়োগের তারিখ হতে কাজে নিয়োজিত করার তারিখ পর্যন্ত তাঁর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো। আদেশ অদ্য হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।